NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা খরচই করতে পারল না কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

মাদ্রাসায় নিয়োগে কারচুপি, তথ্য মিলল সিএফএসএল-এর রিপোর্টে ৩

কলকাতা ১ এপ্রিল ২০২৫ ১৮ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.04.2025, Vol.18, Issue No. 289, 8 Pages, Price 3.00

## একধাক্কায় ৭৮৪ ওষুধের দাম বৃদ্ধি

**নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ:** এবার একধাক্কায় ওষুধের দাম বাড়ছে ১.৭৪ শতাংশ। আজ থেকেই বর্ধিত দাম দেশজুড়ে কার্যকর হবে। এক ধাক্কায় ৭৮৪টি ওষুধের দাম বাড়তে চলেছে। দাম বাড়ছে জ্বর থেকে রক্তরোগ, হৃদরোগ থেকে কিডনি সংক্রান্ত অসুখের ওষুধের। বাদ পড়ছে না স্টেন্টও। যেসব ওষুধের দাম বাড়তে চলেছে তার মধ্যে প্রায় সব ধরনের রক্তচাপ, কিডনি, রক্তের বিভিন্ন রোগ যেমন- হিমোফিলিয়া, সিকেল সেল, রক্ত পাতলা করা, রক্ত জমাট বাঁধার ওষুধ রয়েছে। পাশাপাশি কোলেস্টেরল, ইনসুলিন, ডায়েরিয়া, গ্যাস্ট্রো, স্ট্রোক, পক্ষাঘাত ব্যথানাশকের পাশাপাশি জ্বরের ওষুধও রয়েছে দাম বৃদ্ধির তালিকায়।

## অশনি সংকেত মৌসম ভবনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মধ্য চৈত্রেই পুড়তে শুরু করেছে বাংলার দক্ষিণবঙ্গ। এই প্রসঙ্গে অশনি সংকেত শুনিয়েছে দিল্লির মৌসম। কারণ, পূর্ব, উত্তর ভারত জুড়েই তীব্র তাপপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে। চলতি বছর এপ্রিল থেকে জুন, তাপমাত্রার পারদ অতীতের রেকর্ড ভেঙে দেবে। সেই আশঙ্কার কথাও শোনানো হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবার তীব্র গরম পড়তে চলেছে। মধ্য ও পূর্ব ভারতেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড হবে। সেই আশঙ্কার কথা জানাচ্ছেন আবদবিদরা। গত কয়েক বছর ধরেই পূর্ব থেকে মধ্য ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রবল গরম পড়তে দেখা গিয়েছে। গত বছর ২০২৪ সালে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি-সহ বহু রাজ্যেই রেকর্ড গরম পড়তে দেখা গিয়েছে। তাপপ্রবাহের কারণে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও দেখা গিয়েছিল। তীব্র তাপপ্রবাহ দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন রাজ্যে। কিন্তু এবার আবহবিদদের কথায় আরও বাড়ছে দুশ্চিন্তা।

## কোটায় ফের আত্মহত্যা

**কোটা, ৩১ মার্চ:** রাজস্থানের কোটায় আবার পড়ুয়া আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে নিজের জীবন শেষ করলেন ১৮ বছর বয়সি জেইই মেন পরীক্ষার্থী। এই নিয়ে চলতি বছরে কোটাতে ১০ পড়ুয়া মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

পুলিশ সূত্রে খবর, কানপুরের বাসিন্দা উজ্জ্বল মিশ্র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করার পর থেকেই কোটায় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। থাকতেন রাজীব গান্ধি নগর এলাকায়। আগামী বুধবার জেইই মেন পরীক্ষায় বসার কথা ছিল তাঁর। পরীক্ষা পড়েছিল লখনউতে। সোমবারই তাঁর কানপুরের নিজের বাড়িতে ফেরার কথা ছিল উজ্জ্বলের। কিন্তু তাঁর আগেই আত্মহত্যা করলেন তিনি।

## কুণালের বাড়িতে মুম্বই পুলিশ

**মুম্বই, ৩১ মার্চ:** মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে 'গদ্দার' বলে বিপাকে পড়েছেন কৌতুকশিল্পী কুণাল কামরা। সোমবার তাঁর বাড়িতে যান মুম্বই পুলিশের আধিকারিকেরা। উপর্যুপরি সমন পাঠানোর পরেও হাজিরা এড়িয়েছেন কুণাল।

এফআইআর দায়ের করার পর কুণালকে দু'বার সমন পাঠিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন। মুম্বই পুলিশের কাছে সময় চেয়েছিলেন কুণাল। পুলিশ তাঁর আবেদন নাকচ করে দিয়ে জানায়, ৩১ মার্চের মধ্যে খার থানায় তাঁকে হাজির হতে হবে। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও সোমবার তিনি হাজিরা দেননি। তার পরই মুম্বই পুলিশের আধিকারিকেরা কুণালের বাড়ি যান।

### 'প্ররোচনায় পা দেবেন না...'

# রেড রোডে ইদের নমাজে সম্প্রীতির বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রতিবছরের মতোই এবারও রেড রোডে ইদের জমায়েতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীকে ইদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বিভাজনের রাজনীতি প্রসঙ্গে মানুষকে সচেতন করেন। নমাজের অনুষ্ঠান থেকে ফের বিজেপি ও সিপিএমের 'অঘোষিত জোট'-কে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'জীবন দিয়ে দেব, কিন্তু নিজের আদর্শ থেকে সরব না। কিছু নেতা বাংলায় ধর্মকে নিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ওই দোকান আমি বন্ধ করে দেব।'

প্রতি বছরর মতো সোমবার সকাল নয়টা নাগাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়েই রেড রোডের নমাজ হাজির হন মুখ্যমন্ত্রী। নমাজ পড়তে আসা ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তার পরেই ভাষণ দিতে গিয়ে রাম-বামকে এক হাত নেন। গত বৃহস্পতিবার অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজ ভাষণ দিত গিয়ে হাতে গোনা কয়কজনের বিক্ষোভের মুখ পড়েছিলেন। এদিন ওই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মমতা বলন, 'কলকাতা থেকে টিকিট কিনে বাম-রাম একসঙ্গে গিয়েছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি হিন্দু? আমি বলেছি আমি হিন্দু, মুসলিম, শিখ... দিনের শেষে ভারতীয়। এরা শুধু বিভাজনের রাজনীতি করে। আমি স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম পালন করি, রামকৃষ্ণের ধর্ম পালন করি। কিন্তু ওরা যে ধর্মটা বানিয়েছে ওটা আমি মান্যতা দিই না। ওটা হিন্দু ধর্ম-বিরোধীও।'

রাজ্যে অশান্তি ও দাঙ্গা বাঁধানোর গভীর ষড়যন্ত্র চলছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ অশান্তি চায়। দাঙ্গা চায়। প্ররোচনায় পা দেবেন না। এটা ওদের প্ল্যান। কেউ উস্কানি দিলে ছোঁবেন না। জানবেন দিদি রয়েছে। কাউকে ছুঁলে তাঁর গুরুত্ব বেড়ে যায়।' নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান বলেন, 'কে কী পরবে, কে কী খাবে, সবেতেই ওদের নজরদারি চালাতে হয়। নবরাত্রি চলছে, আমি তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু আমি চাই না রাজ্যে কোনও ভাবে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হোক। দাঙ্গা কখনওই সাধারণ মানুষ করে না। রাজনৈতিক দলগুলো করে।' প্রতি বারের মতো এ বছরেও রেড রোডে ইদের নমাজে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেবেন, তা জানাই ছিল। কিন্তু তৃণমূলের অন্দরে কৌতূহল ছিল, অন্যান্য বারের মতো এ বারেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইদ-নমাজে তাঁর সঙ্গী হন কি না।

## রিজওয়ানুরের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রতিবারের মতো এবারেও ইদের সকালে রিজওয়ানুর রহমানের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রেড রোডে সকলকে শুভেচ্ছা জানানোর পরই পার্ক সার্কাস চলে যান তাঁরা। লাল মসজিদ থেকে পায়ে হেঁটে যান সাদা মসজিদ পর্যন্ত। এরপরই হাজির হন পার্ক সার্কাসে রিজওয়ানুর রহমানের বাড়িতে। কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।

এদিন, লাল মসজিদের সামনে নেমে পড়েন গাড়ি থেকে। এরপর সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে যান সাদা মসজিদ পর্যন্ত। রাস্তার দুপাশে থাকা আমজনতাকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। এরপর রিজওয়ানুরের বাড়ি পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী। রিজওয়ানুরের স্মৃতিতে তৈরি বেদিতে মাল্যদান করেন। কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে ছিলেন তিনি।

# ইদ-উদযাপনের মধ্যেই গাজায় অব্যাহত ইজরায়েলি হামলা

## নিহত ৬৪, আহত শতাধিক



**গাজা সিটি, ৩১ মার্চ:** উৎসবের দিনেও হিংসা অব্যাহত গাজায়। ইদের দিনেও গাজায় ধারাবাহিক হামলা চালায় ইজরায়েলি ফৌজ। সোমবার ভোর থেকে শুরু হওয়া বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নারী ও শিশু-সহ অন্তত ৬৪ জন প্যালেস্তাইনি নিহত হয়েছেন, আহতের সংখ্যা শতাধিক।

নিহতদের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘের এক কর্মী রয়েছেন বলে স্বাধীন প্যালেস্তাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এ ছাড়া শরণার্থী শিবিরে কর্মরত অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সংগঠন 'রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি' জানিয়েছে। এরই মধ্যে ইজরায়েলি সেনার তরফে প্যালেস্তাইনি শরণার্থীদের রাফার শরণার্থী শিবিরগুলি দ্রুত খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরের ৭ তারিখে হামাসের হামলার জবাব দিতে গিয়ে প্রথমে বন্দুকের নলের সামনে রেখে উত্তর গাজা ফাঁকা করিয়েছিল ইজরায়েলি বাহিনী। একে একে মধ্য ভূখণ্ডও গ্রাস করেছে তারা। ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, ধূলিস্যাৎ করেছে সব। তার পর টানা হামলা চলেছে দক্ষিণে, খান ইউনিসে। এর পর ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নিশানা গাজা ভূখণ্ডের একেবারে দক্ষিণ প্রান্ত রাফা। গাজা ভূখণ্ডের দক্ষিণতম শহর রাফার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে কয়েক লক্ষ গৃহহীন প্যালেস্তাইনি শরণার্থী রয়েছেন। সেখানে ইজরায়েলি সেনা স্থল-অভিযান শুরু করলে বহু প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে। নেতানিয়াহু সরকারের দাবি, এখনও ৫৯ জন ইজরায়েলিকে পণবন্দি করে রেখেছে হামাস। তাঁদের মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত কোনও অবস্থাতেই যুদ্ধবিরতি হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছে তেল আভিভ। প্রসঙ্গত, কাতারের মধ্যস্থতায় এবং আমেরিকা ও মিশরের প্রচেষ্টায় গত ১৫ জানুয়ারি রাতে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয় ইজরায়েল সরকার এবং হামাস। ১৯ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু মার্চের গোড়ায় একতরফা ভাবে যুদ্ধবিরতি ভেঙে গাজায় আবার হামলা শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনা। ঘটনাচক্রে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সম্প্রতি বিভিন্ন বক্তব্যে গাজায় সেনা অভিযান সমর্থন করেছেন।

# সিউড়িতে খেলা নিয়ে সংঘর্ষে জড়াল দুই দল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সিউড়িতে ইদ উপলক্ষে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চরম সংঘাত। তার জেরে বাড়ি ভাঙচুর। বেশ কিছুক্ষণ এলাকায় চলে ইটবৃষ্টি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বীরভূমের সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকের গোপালপুরে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিযোগ, জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল এবং ব্লক সভাপতি নুরুল ইসলামের গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তির জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গোপালপুর এলাকায় একটি খেলা ছিল। সেই খেলাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। এলাকায় প্রভাবশালী শেখ জালালউদ্দিন গোষ্ঠীর লোকজনের সঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা রওসানাড়া বিবির লোকজনের অশান্তি হয়। এই রওসানাড়া বিবি সিউড়ি ২ ব্লকেল সভাপতি নুরুল ইসলামের অনুগামী।



এক পক্ষের অভিযোগ, রওসানাড়া বিবির লোকজনই অপর গোষ্ঠীর উপর প্রথম চড়াও হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, পঞ্চায়েত সদস্য এলাকায় যে কোনও সরকারি কাজে টাকা নিচ্ছেন। অপর গোষ্ঠী প্রতিবাদ করায় এই বুথ পরিচলনার জন্য কমিটি তৈরি করা হয়। সেখানে পঞ্চায়েত সদস্যার লোকজন এসে অশান্তি করেছে। মারধর করেছে।

যদিও পঞ্চায়েত সদস্যার লোকজনের পাল্টা দাবি, ওই পক্ষের লোকজন ইচ্ছা করে অশান্তি পাকাচ্ছে। ওই পক্ষের লোকজনই বরং এসে মারধর ভাঙচুর করেছে। নতুন করে যাতে উত্তেজনা না ছড়িয়ে পড়ে সে কারণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় সিউড়ি থানার বিশাল বাহিনী। ঘটনায় ১০ থেকে ১২ জন ব্যক্তি আহত হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেককেই সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, যদিও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

# মায়ানমারে মৃতের সংখ্যা ২ হাজারের গণ্ডি ছাড়াল

## এক সপ্তাহ জাতীয় শোকপালনের ঘোষণা



**নেপিদ, ৩১ মার্চ:** ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে মায়ানমারে উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। সেই সঙ্গেই লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা। সে দেশে ভূমিকম্পে শুক্রবার থেকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২,০৫৬ জনের। জুন্টা সরকারকে উদ্ধৃত করে সোমবার জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা এএফপি। মৃতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। মায়ানমারে ভূমিকম্পে আহত হয়েছেন, ৩,৯০০ জন। এখনও নিখোঁজ প্রায় ৩০০ জন। এক সপ্তাহ ধরে জাতীয় শোকপালনের কথা বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছে জুন্টা সরকার।

শুক্রবার মায়ানমারে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তার মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৭.৭। উৎসস্থল ছিল মায়ানমারের মান্দালয় শহরের কাছে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ বার ভূকম্প আফটার শক হয়েছে। সেই কম্পনের জেরে ভেঙে পড়েছে হাজার হাজার বাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি, মোবাইলের টাওয়ার। ফাটল ধরেছে সড়ক, সেতুতে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিস্তৃত এলাকা। প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার মান্দালয়ের একটি হোটেলের ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে এক তরুণীকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। তার পরেই উদ্ধারকারীদের আশা ছিল, আরও কয়েক জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হবে। যদিও সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখান থেকে আর কাউকে জীবিত উদ্ধার করার খবর প্রকাশিত হয়নি।

গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত মায়ানমারে সাত দিনের জন্য জাতীয় শোকপালনের ঘোষণা করেছে জুন্টা সরকার। ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি দপ্তর, সৌধে অর্ধনমিত থাকবে জাতীয় পতাকা। দুনিয়ার সব দেশ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বলেছে। ভারত ইতিমধ্যে সাহায্য পাঠিয়েছে সে দেশে।

শুক্রবার শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরে বেশ কয়েকটি আফটার শক হয়েছে মায়ানমারে। কম্পনের জেরে দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে হাজার হাজার বাড়ি, ইমারত, বিদ্যুতের খুঁটি, মোবাইলের টাওয়ার। রাস্তাঘাটেও ফাটল ধরেছে। ভেঙে পড়েছে বেশ কিছু সেতু। ফলে বহু এলাকা যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাঁধগুলিও হয়ে গিয়েছে নড়বড়ে। ফলে বন্যার আশঙ্কাও করা হচ্ছে। গৃহযুদ্ধবিধ্বস্ত মায়ানমারে এই ভূমিকম্প প্রশাসনকে আরও বিপাকে ফেলেছে। প্রতিবেশী থাইল্যান্ডেও পড়েছে ভূমিকম্পের প্রভাব। সেখানে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল ধসে গিয়েছে। ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারকাজ এখনও চলছে।

## জুম্মার নমাজ পড়তে পড়তে প্রাণ হারান ৭০০ জন

**নেপিদ, ৩১ মার্চ:** মায়ানমারে ভূমিকম্পের সময় দেশের মসজিদগুলিতে চলছিল জুম্মার নমাজ। রমজানের মাসে সেই নমাজ পড়তে পড়তে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৭০০ জন। এমনটাই জানাল মায়ানমারের এক মুসলিম সংগঠন। শুক্রবার মায়ানমারে যে ভূমিকম্প হয়, রিখটার স্কেলে তার মাত্রা ছিল ৭.৭। উৎসস্থল ছিল মান্দালয়ের কাছে। 'স্প্রিং রেভলিউশন মায়ানমার মুসলিম নেটওয়ার্ক' কমিটির সদস্য টুন কি জানিয়েছেন, শক্তিশালী সেই ভূমিকম্পে ভেঙে গিয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের ৬০টি মসজিদ।

এখনও পর্যন্ত পাওয়া সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মায়ানমারের ভূমিকম্পে মারা গিয়েছেন অন্তত ২,০৫৬ জন। মুসলিম সংগঠন যে ৭০০ জনের মৃত্যুর কথা বলছে, সেই সংখ্যা এই সরকারি পরিসংখ্যানের মধ্যে নথিবদ্ধ হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয় নিউজ পোর্টাল ইরাওয়াড্ডিতে বেশ কিছু ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ভূমিকম্পের জেরে বেশ কিছু মসজিদ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। লোকজন দৌড়োদৌড়ি করছেন। মুসলিম সংগঠনের সদস্য টুন জানিয়েছেন, যে মসজিদগুলি ভেঙে পড়েছে, সেগুলির বেশির ভাগই বহু বছরের পুরনো। সোমবার মায়ানমারে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আরও কয়েক জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। সেনা সরকার জানিয়েছে, মৃতের সংখ্যা ১,৭০০ ছাড়িয়েছে। সেনা সরকারের মুখপাত্র মেজর জেনারেল জ মিন তুন সরকারি চ্যানেল এমআরটিভিকে জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে ৩,৪০০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবারের পর থেকে ৩০০ জনের খোঁজ মিলছে না। তবে এর বেশি কিছু তিনি বলেননি।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি**

১) আমি শ্যামল দেবনাথ, পিতা- মৃত রনজিৎ দেবনাথ, ২) আমি সমর দে, পিতা- তপন দে, উভয়ের সাং+পোস্ট+ থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। আমরা নবদ্বীপ থানা এলাকাধীন ৩ নং বাবলারী মৌজায় L.R- 4937, 4938 খতিঃ ভুক্ত L.R-29 নং দাগের .৫২ শতক জমি বিগত ইং ০৬/০৩/২৪ তাং A D S R নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I -1751 নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- চাঁদপুর, পোস্ট- বিদ্যানগর, থানা-নাদন ঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান নিবাসী ১) কাকলী দাস, স্বামী- তপন দাস, ২) মমতা দাস, স্বামী- শুভজিৎ দাস এদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই, এরপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৯/০২/২৫ তারিখে ADSR নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I -563 নং দলিলে ১) শ্রীমতী নন্দিতা সাহা, স্বামী শ্রী সেন্টু সাহা ৪.৯৫ শতক, I-564 নং দলিলে ২)শ্রী রাহুল দে, পিতা- শ্রী অমল দে ৩.৩০ শতক উভয়ের সাং- বাবলারী পশ্চিম, পোস্ট- বাবলারী, থানা- নবদ্বীপ জমি বিক্রয় করি, এক্ষণে দলিল গ্রহীতাগণ নিজ নিজ নামে রেকর্ড করাবেন ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকিলে নবদ্বীপ B.L & L.RO অফিসে যোগাযোগ করুন।

**।। বিজ্ঞপ্তি ।।**

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রী মৃণাল নন্দী** পিতা ৺দেবপ্রসাদ নন্দী, সাকিম চণ্ডীপুর কুলগাছিয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া-৭১১৩০৬ মহাশয় বিগত ইং ২০/১২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, সদর, হুগলী অফিসে I-10576/24 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ** স্বামী শ্রী পার্থ ঘোষ, পিতা ৺দেবপ্রসাদ নন্দী, সাকিম ১৮১/এ রাজা রামমোহন রায় রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী, সার্কাস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০০৪১, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে I-2723/25 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী দেবী দত্ত** স্বামী দীপক দত্ত সাকিম ৪৪/এ, ঝাঁপপুকুর রোড, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়াকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫৯৭১ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ২৮৭৪ তথা হাল ৪৮৪৩ নং দাগে বাগান জমি ০.০০৭ একর ও ২)সাবেক ২৮৭৫ তথা ৪৮৪৪ নং দাগে বাগান জমি ০.০০০৯ একর, একুনে দুইটি দাগে মোট ০.০১৬ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী দেবী দত্ত** স্বামী দীপক দত্ত উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর. ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

**।। বিজ্ঞপ্তি ।।**

**আমমোক্তার নামা**

**শ্রী মৃণাল নন্দী** পিতা ৺দেবপ্রসাদ নন্দী, সাকিম চণ্ডীপুর কুলগাছিয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া-৭১১৩০৬ মহাশয় বিগত ইং ২০/১২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, সদর, হুগলী অফিসে I-10576/24 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ** স্বামী শ্রী পার্থ ঘোষ, পিতা ৺দেবপ্রসাদ নন্দী, সাকিম ১৮১/এ রাজা রামমোহন রায় রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী, সার্কাস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০০৪১, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে I-2728/25 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সুপর্ণা ভট্টাচার্য্যী** পিতা ৺স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্যী, সাকিম এফ-৫৭/২১০/৯৯৯, কাঞ্চন পল্লী লেন, কল্যানী, নদীয়া-৭৪১২৩৫ মহাশয়াকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫৯৭১ নং খতিয়ানে, সাবেক ২৮৭৪ তথা হাল ৪৮৪৩ নং দাগে বাগান জমি ০.০০৭ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সুপর্ণা ভট্টাচার্য্যী** পিতা ৺স্বপন কুমার ভট্টাচার্য্যী, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
**সন্তোষ কুমার সিং**
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com





# রামনবমীতে শুভেন্দুর পাখির চোখ ভবানীপুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সামনেই রামনবমী। আর এই রামনবমীতে বঙ্গ বিজেপির দুই স্তম্ভ শুভেন্দু আর দিলীপ ঘোষের কাছে আমন্ত্রণ আসছে বানের জলের মতো। দিন যত এগোচ্ছে বিরোধী দলনেতার কাছে রামনবমীতে আমন্ত্রণের তালিকা ততই দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তবে রামনবমী পালনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুর শুভেন্দুর কাছে 'পাখির চোখ'। তাই শেষ মুহূর্তে কর্মসূচিতে কোনও বদল না ঘটলে আগামী রবিবার ভবানীপুরে বিধানসভা এলাকায় শুভেন্দু যাবেন বলেই ধরে নিচ্ছেন দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি নেতৃত্ব। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, ভবানীপুর ছাড়াও নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামেও রামনবমীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন শুভেন্দু।



এদিকে বিজেপির পরিষদীয় দল সূত্রের খবর, রামনবমীতে রাজ্যের সব জেলাকেই ছুঁয়ে যেতে চান বিরোধী দলনেতা। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, পাহাড় থেকে সাগর, সর্বত্র। তাই ৫ থেকে ৯ এপ্রিলের মধ্যে ধাপে ধাপে রাজ্যের সব জেলায় গিয়েই রামনবমী পালন করার চেষ্টা করবেন শুভেন্দু। তবে কবে কখন কোথায় যাবেন, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তিনিই। এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, রামনবমীতে পাঁচ দিনের কর্মসূচি করে রাজ্যের সব জেলাকে ছুঁয়ে যাওয়ার পিছনে শুভেন্দুর রাজনৈতিক অঙ্কও রয়েছে। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে শুভেন্দু এক দিকে যেমন হিন্দু ভোটারদের কাছে পৌঁছোতে চাইছেন, তেমনই বাংলায় সামগ্রিক ভাবে 'হিন্দুত্বের আবহ'ও তৈরি করতে চাইছেন। এ বছরের রামনবমীর মঞ্চকে সেই কারণেও ব্যবহার করতে চান বিরোধী দলনেতা। যদিও রামনবমীতে তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে প্রকাশ্যে শুভেন্দু কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এদিকে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার দপ্তর সূত্রের দাবি, রামনবমীর অনুষ্ঠানে যাওয়ার আবেদন ওই দপ্তরেই জমা পড়েছে হাজারের উপর। এরপরে কাঁথিতে তাঁর বাসভবন শান্তিকুঞ্জ, নন্দীগ্রামের বিধায়ক কার্যালয়, হলদিয়ার অফিসেও যে পরিমাণ রামনবমীর আমন্ত্রণ জমা পড়েছে, তাতে দুশ্চিন্তায় শুভেন্দুর দপ্তর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সম্প্রতি ভবানীপুর বিধানসভার 'সক্রিয়' সদস্যদের নিয়ে নিজাম প্যালেসে একটি বৈঠক করেছেন শুভেন্দু। সেখানেই তিনি জানিয়েছিলেন, আগামী দিনে ভবানীপুরে নিজের 'কর্মকাণ্ড' বৃদ্ধি করবেন। সেই কথামতোই বিরোধী দলনেতা ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান শুনেছিলেন ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়ির ছাদে বসে। দোলের আগের দিন সন্ধ্যায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও শুভেন্দু ভবানীপুরে গিয়েছিলেন। এ বার তিনি রামনবমী পালন করতে চান ভবানীপুরে। ভবানীপুর বিধানসভার বিজেপির নেতা-কর্মীদের রামনবমী আয়োজন করতে তেমনই নির্দেশ দেন তিনি।

# লক্ষ্য 'স্মার্ট পঞ্চায়েত', সব পরিষেবা হবে অনলাইনে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এবার লক্ষ্য 'স্মার্ট পঞ্চায়েত'। গ্রাম পঞ্চায়েতের যাবতীয় পরিষেবা এবার হবে অনলাইনে। আগামীকাল অর্থাৎ পয়লা এপ্রিল থেকে এই অনলাইন পরিষেবা বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সমস্ত ব্লকে সেই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। পঞ্চায়েত থেকে পরিষেবা দিতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের নির্দেশিকা আগেই জারি হয়েছিল। কিন্তু সেই ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল না বলে বিতর্কও হয়েছে। আগামীকাল থেকে তা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার জানিয়েছেন, 'স্মার্ট পঞ্চায়েত তৈরি করার লক্ষ্য নাগরিকদের তাৎক্ষণিক এবং ঝামেলাহীন অনলাইন পরিষেবা প্রদান করা। এই ব্যবস্থায় কাজের গতি এবং স্বচ্ছতা দুই বজায় থাকবে একই সঙ্গে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও তাতে কোথাও ফাঁক থাকলে তা খুঁজে বের করে সংশোধন করার কাজটাও সহজ হবে।'



রাজ্যের ওই নির্দেশিকা আরো বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত তথা গ্রাম উন্নয়নের যাবতীয় প্রকল্প পরিকল্পনা এবং দৈনন্দিন কাজের হিসাব নাগরিকদের কাছে পৌঁছতে গোটা ব্যবস্থাকেই ডিজিটাল প্লাটফর্মের আওতায় আনতে হবে। এই নির্দেশিকা যথাযথভাবে পালন করা না হলে শাস্তির সংস্থানও থাকবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, যাবতীয় হিসাব-নিকাশের স্বচ্ছতা রক্ষায় একটি বিশেষ সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। মূলত জেলায় জেলায় জন্ম-মৃত্যু জাতিগত শংসাপত্র দেওয়ার পরিষেবা, আবার বা আবাসিক সংক্রান্ত পরিষেবা, ট্রেড লাইসেন্স, বাড়ি তৈরীর পরিকল্পনার অনুমোদন, আয় ব্যয় সংক্রান্ত পরিষেবার কাজ একাধিক বিষয় এই ডিজিটাল প্লাটফর্মের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় যাবতীয় ক্ষেত্রে 'ডেটা বেস' তৈরি করা হয়েছে। একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোথায় কতগুলি পুকুর, সভাস্থল, অতিথিশালা, খেলার মাঠ, পর্যটনস্থল, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিকিৎসক রয়েছেন তা যেমন এই ডেটাবেসে উল্লেখ থাকবে কত মহিলা, পুরুষ, শিশু বা বয়স্ক ব্যাক্তিরা রয়েছেন এমনকি প্রতিবন্ধী বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষজনের তথ্য সেখানে উল্লেখ করা থাকবে। প্রযুক্তি নির্ভর এই 'স্মার্ট পঞ্চায়েত' রাজ্যে তৃণমূল স্তর থেকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সরকারি কাজে গতি যেমন বাড়াবে তেমনি উন্নত গ্রাম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হবে বলে পঞ্চায়েত দপ্তরের ধারণা।

# শুভেন্দুর 'গন্দা ধর্ম' মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গন্দা ধর্ম' মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড়। রেড রোডে ইদের অনুষ্ঠানে দেওয়া তাঁর বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির এই নেতা সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী কোন ধর্মকে 'গন্দা' বলতে চেয়েছেন? তাঁর দাবি, এই মন্তব্যের মাধ্যমে ধর্মীয় বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।

শুভেন্দুর অভিযোগ 'ধর্মকে হাতিয়ার করছেন মমতা'। শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'রেড রোডে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তিনি 'গন্দা ধর্ম' মানেন না। কোন ধর্মকে তিনি গন্দা বলতে চাইছেন? সনাতন হিন্দু ধর্মকে?' তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন। তিনি আরও বলেন, 'ইদের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেন দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী? এটি কি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল, না কি রাজনৈতিক সভা?' বিজেপি এই মন্তব্যকে সামনে রেখে সরব হলেও তৃণমূলের তরফে পাল্টা আক্রমণ এসেছে। দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কখনোই কোনো ধর্মকে অপমান করেননি। বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মন্তব্যকে বিকৃত করছে।' তৃণমূলের দাবি, শুভেন্দু অধিকারী নিজেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছেন এবং ভোটের আগে মেরুকরণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। রাজ্য জুড়ে আগামী নির্বাচনের আবহে এই বিতর্ক যে বড় ইস্যু হয়ে উঠতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।

# 'শিল্পে নারীর নগ্নতা সৌন্দর্য্যে নাকি অশ্লীলতা' বিষয়ক অভিনব প্রয়াস



**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শিল্পে নগ্ন নারীদেহের প্রয়োগ সৌন্দর্য্যের প্রতীক নাকি অশ্লীলতার নামান্তর এই বিষয়ে বহু যুগ ধরে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করে এসেছেন। কিন্তু সম্প্রতি ২৮ থেকে ৩০ শে মার্চ কলকাতার আই.সি.সি.আরে বেঙ্গল ক্রিয়েটিভ ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল চিত্র প্রদর্শনী 'শেডস অব ন্যুড ২' অনুষ্ঠানে হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীকে প্রধান অতিথি ও মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে সম্মানিত করার ফলে এই চিরাচরিত বিতর্ক আরেকবার আলোচনার কেন্দ্রে বিন্দুতে। কেউ কেউ বলছেন এ যেন উলটপুরাণ, কারণ ভারতের অন্যতম প্রাচীন এই রাজনৈতিক দলটি বরাবরই হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবাদ, সাবেকি সংস্কৃতি এবং সনাতনী আদর্শের প্রতি অত্যন্ত রক্ষনশীল। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেখানেই সনাতনী জাতীয়তাবাদী আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করেন সেখানেই হিন্দু মহাসভার সমর্থকেরা তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনে নেমে পড়েন। এহেন হিন্দুমহাসভার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও মুখ্য উপদেষ্টা হতে রাজি হওয়ায় হিন্দু মহাসভার নীতিগত অবস্থানের কি কোন পরিবর্তন ঘটছে? এই প্রশ্নের উত্তরে চন্দ্রচূড় বাবু বলেন বেঙ্গল ক্রিয়েটিভ ক্লাবের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি আমরা মূল উদ্যোক্তা শিল্পী সুরথ চক্রবর্তী এবং মডেল শর্মিষ্ঠা রায় চৌধুরীকে হিন্দুমহাসভার সাম্মানিক সদস্যতা প্রদান করেছি। যে দেশের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে অজন্তা, ইলোরা, খাজুরাহ বা কোনারকের সূর্য মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পৃক্ত সেই দেশে বেঙ্গল ক্রিয়েটিভ ক্লাবের এই উদ্যোগ বিশেষ অবাক হওয়ার মত কিছু নয়। নারীদেহ সৌন্দর্যের প্রতীক তাই উদার মানসিকতার যে শিল্পী তার শিল্পের মাধ্যমে নগ্ন নারীদেহকে দেবী রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন, বুঝতে হবে সেই শিল্পী প্রতিটি নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে জানেন একই কথা বলেন বিশিষ্ট শিল্পী সনাতন দিন্দা। আর যে সমাজ নারীদেহকে লজ্জার আসবাব মনে করে, তারা আসলে নারীকে হাতের মুঠোয় রাখতে বা পদদলিত করতে চায় কারন তারা নারীর ক্ষমতায়ণকে ভয় পায়। মুঘল যুগে বেশকিছু ক্ষেত্রে সমাজে নারীদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল এবং সত্যি বলতে পর্দাপ্রথা কখনোই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ নয়। চন্দ্রচূড় বাবু বলেন,'শিল্পীর স্বাধীনতাকে সম্মান দিয়ে আমরা কারও উপর কোন সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতি নই। আমরা চাই বর্তমান সমাজের প্রতিনিধিরা নিজেদের বাকস্বাধীনতার মাধ্যমে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা ঠিক করুক আগামী দিনে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি কোন পথের দিশারী হবে।'

# ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্মেলন আয়োজন দীঘা জগন্নাথ ধামে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের আয়োজনে, দীঘার নবনির্মিত জগন্নাথ ধামে, একটি সম্মেলনে, রাজ্য সম্পাদক তপন মিশ্র-সহ মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্মল শর্মা মুখ্য উপদেষ্টা বৈদিক পণ্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী, পদ্মনাভ চক্রবর্তী, সংগঠক অশোক পন্ডা, অজিত সামন্ত ও বিরোচন নন্দ উপস্থিত ছিলেন।



'মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া দায়িত্ব পালনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতন ব্রাহ্মণ ট্রাস্ট অঙ্গীকার বদ্ধ, তাই পহেলা এপ্রিল রাজ্যের কয়েক হাজার ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন', বললেন সম্পাদক তপন মিশ্র। মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরি, কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রকাশ গিরি সহ-রাজ্যর সকল পুরোহিত সম্প্রদায়, রাজ্য সরকারের দেওয়া পুরোহিত ভাতার বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন ওই দিন বলে জনান পন্ডিত ইন্দ্রনীল মুখার্জী। নির্মল শর্মা, রাজ্যর সনাতনী ব্রাহ্মণদের একত্রিত হয়ে কাজ করতে বলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিষ্ণুপদ মন্ডল, পার্থ চক্রবর্তী ও রাজ্য জেলা কমিটির সদস্যগণ।

# ইদের নামাজে কালো ব্যাজে ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইদের খুশির সকালেও এবার এক অন্য ছবি দেখা গেল হাওড়ার কাজীপাড়া মসজিদে। প্রথাগত সাদা পোশাকের সঙ্গে হাতে কালো ব্যাজ পরে নামাজে অংশ নিলেন বহু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। কারণ একটাই;ওয়াকফ বোর্ড বিলের বিরোধিতা। ঈদের মতো উৎসবের দিনে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ জানিয়ে তাঁরা সরকারের কাছে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

প্রতিবাদকারীদের একাংশ জানালেন, তাঁদের উদ্বেগ ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে ঘিরে। এক মুসলিম বললেন, 'যে সম্পত্তি আমাদের সম্প্রদায়ের, তা আমাদেরই থাকা উচিত। সরকার কেন তাতে হস্তক্ষেপ করছে?' অন্য এক জনের সংযোজন, 'হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, খ্রিস্টান হোক, যার সম্পত্তি সে-ই দেখভাল করবে, সরকারের এক্তিয়ার নেই তা কেড়ে নেওয়ার।' এদিন সকাল থেকেই মসজিদ প্রাঙ্গণে ইদের উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি প্রতিবাদের মৃদু সুর ধরা পড়ে। নামাজের আগেই মুসলিমদের হাতে দেখা যায় কালো ব্যাজ। এক যুবক বললেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যাতে এই বিল পাস না হয় এবং আমাদের অধিকার বজায় থাকে।' নামাজ শেষে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁরা শুধু ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন না, বরং দেশের শান্তির জন্যও দোয়া করলেন। ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা নিয়ে তাঁদের বক্তব্য স্পষ্ট এটি শুধু মুসলিমদের নয়, সমস্ত সম্প্রদায়ের সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্ন। তাঁদের দাবি,



সরকার এই বিল ফিরিয়ে নিক। নামাজ শেষে এক বৃদ্ধ মুসলিম বললেন, 'আমরা শুধু নিজেদের সম্পত্তির নিরাপত্তা চাইছি। সরকারকে অনুরোধ করছি, আমাদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিক।' অন্য এক ব্যক্তি বলেন, এই প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ, আইনসিদ্ধ এবং আমাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। ইদের দিন আমরা প্রার্থনা করেছি যাতে দেশ শান্তিপূর্ণ থাকে এবং এই বিল পাস না হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে এই বিল নিয়ে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তা দ্রুত নিরসন না হলে আগামী দিনে এ নিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের সম্ভাবনা রয়েছে। ইদের দিন একদিকে খুশির আমেজ, অন্যদিকে অধিকার রক্ষার দাবিতে প্রতিবাদ, কাজীপাড়ার এই ছবিই হয়তো বর্তমান সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন। এখন দেখার, সরকারের পক্ষ থেকে কী বার্তা আসে।

# শীঘ্রই উদ্বোধন হবে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** গরমের ছুটির আগে জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাই কোর্টের সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন হতে পারে। জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ে প্রায় ৫৩ একর জমিতে ওই ভবন তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে চারটি আদালত কক্ষ নিয়ে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের কাজ শুরু হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বেশিরভাগ পরিকাঠামো তৈরির কাজ শেষ। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের ২ বিচারপতি নতুন ভবনের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। এরপরে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির চূড়ান্ত পরিদর্শনের পরেই উদ্বোধনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে প্রবেশ পথ এবং বাগানের কাজ শেষ না হলে গরমের ছুটির পরে তার উদ্বোধন করা হবে। খুব দেরি হলে জুন মাসে উদ্বোধন হতে পারে ইস্ট ওয়েস্ট করিডর তথা চার লেনের মহাসড়কের পাশেই হাই কোর্টের বেঞ্চের স্থায়ী ভবন তৈরি হয়েছে।

# আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১লা এপ্রিল, ১৮ই চৈত্র। চৈত্র শ্রীশ্রী দুর্গা পূজা তৃতীয়া তিথি মা চন্দ্রঘন্টা পুজো। মঙ্গল বার। জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র ও, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

**বৃষ রাশি :** মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

**মিথুন রাশি :** কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

**কর্কট রাশি :** তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

**সিংহ রাশি :** খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**কন্যা রাশি :** পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

**তুলা রাশি :** এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

**বৃশ্চিক রাশি :** দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

**ধনু রাশি :** বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**মকর রাশি :** শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

**কুম্ভ রাশি :** ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

**মীন রাশি :** প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

**(আজ শ্রীশ্রী বাসন্তী অন্নপূর্ণা দুর্গা পূজার তৃতীয়া তিথি, দেবী চন্দ্র ঘন্টা রুপে পুজা।)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১ এপ্রিল ২০২৫, ১৮ চৈত্র, মঙ্গলবার

# মাদ্রাসায় নিয়োগে কারচুপি, তথ্য মিলল সিএফএসএল-এর রিপোর্টে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মাদ্রাসায় যোগ্যদের নিয়োগ আটকাতে কারচুপি ওএমআর শিটে। আর এই তথ্য মিলছে সিএফএসএল-এর রিপোর্টে। যার যেরে কার্যত প্রশ্নের মুখে পড়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। সঙ্গে এটাও স্পষ্ট যে যোগ্যদের আটকে জায়গা পাচ্ছেন অযোগ্যরাই।

আদালত সূত্রে খবর, অভিযোগ উঠছে মাদ্রাসা নিয়োগে যোগ্য প্রার্থীদের নম্বর কমিয়ে অযোগ্যদের ঠাঁই দিচ্ছেন একাংশের পরীক্ষকরা। ইতিমধ্যে আদালতে এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট পেশ করেছে সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি বা সিএফএসএল। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে, কীভাবে একজন যোগ্য প্রার্থীকে রাতারাতি অযোগ্য করে দিয়েছেন মাদ্রাসার একাংশের পরীক্ষকরা। সেই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, পরীক্ষার্থী ওএমআর শিটে

দাগিয়েছিলেন একটি নির্দিষ্ট অপশনে। কিন্তু পরীক্ষার্থীর নম্বর কমানোর জন্য পরবর্তীতে সেই একই সেটের অন্য একটি অপশনে কালির দাগ জুড়ে দেওয়া হয়। আর তাতেই ওএমআর স্ক্যানের সময় কম্পিউটার নিজে থেকেই পরীক্ষার্থীর সেই উত্তর ভুল বলে দাগিয়ে নেগেটিভ মার্কিং করে।

এই ঘটনা সামনে আসতেই যোগ্য প্রার্থীদের অযোগ্য বানাচ্ছে কারা তা নিয়ে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে মাদ্রাসা কমিশন। এক পরীক্ষার্থীর কমিশনে জমা দেওয়া চিঠিতে দেখা গিয়েছে, পরীক্ষার্থী দাবি করছেন, 'আমি অপশন 'বি'তে দাগ দিয়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে কীভাবে অপশন সি-তে দাগ এল? আপনারা ইচ্ছাকৃত ভাবে এই ধরণের কাজ করেছেন।' উল্লেখ্য, এই একই রকমের অভিযোগ উঠেছিল রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধেও। ওএমআর দুর্নীতির অভিযোগে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি। সেবারেও দেখা গিয়েছিল, ওএমআর স্ক্যানের পরই 'যোগ্য' প্রার্থী কীভাবে 'অযোগ্য' হয়ে উঠছেন। সেই নিয়ে মামলা এখনও ঝুলে আদালতে। আর তা নিষ্পত্তির আগেই এবার কাঠগড়ায় দাঁড়াল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। তবে কি টাকার বিনিময়ে সেখানেও শুরু হয়েছে দেদারে নিয়োগ?

# কেন্দ্রের বরাদ্দ টাকা খরচই করতে পারল না কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ফের প্রকাশ্যে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দুর্দশার ছবি। সূত্রে খবর, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে বরাদ্দ টাকা খরচই করতে পারল না কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এদিকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে রোগী পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে না পেয়ে ওষুধ, চিকিৎসার সামগ্রী বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে তাঁদের। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে ৮৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৪০১ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ৩০টি খ তে এই টাকা মঞ্জুর করেছিল স্বাস্থ্য ভবন। ২০২৪ সালের ২৪ মে নির্দেশিকা জারি করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ হয় সেই টাকা। কিন্তু সেই টাকা খরচই করতে পারেনি কলকাতা মেডিক্যাল। ফলে ফেরত গেল সেই টাকা।

একইসঙ্গে এ তথ্যও মিলছে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে বরাদ্দ টাকা

দিয়ে জননী সুরক্ষা কার্যক্রমে সদ্যোজাতদের ওষুধ কেনা যেত, যাঁরা হাসপাতালের অন্য বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছে, তাঁদের জন্য ওষুধ কেনা যেত। রোগীর পরিজনরা স্পষ্টই অভিযোগ করছেন, তাঁদের সব কিছুই বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে। ওষুধ তো বটেই, ডায়াগনিস্টিক, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে-সবই বাইরে থেকে করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, 'সরকারি হাসপাতালে যখন এসেছি, তখন তো জানি, আমার টাকা পয়সা লাগবে না, সুস্থ হয়ে ফিরে যাব। কিন্তু সবই বাইরে থেকে কিনে আনতে হচ্ছে। কী করব! প্রাণসংশয় হয়ে যাবে না হলে।' আরেক রোগীর আত্মীয়র কথায়, 'সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলেও প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এক-একটা পরীক্ষা ১২০০ টাকা, এরকম অনেকগুলো পরীক্ষা করতে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে খ রচ বেসরকারি হাসপাতালের মতোই।'

এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি অঞ্জন অধিকারী জানান, 'আমরা ভীষণ ভাবে চেষ্টা করেছিলাম, যাতে কোনও টাকা পয়সা ফেরত না যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের অ্যাকাউন্টসকে বোঝাতে পারিনি, টাকা পুরোটাই খরচ করা উচিত। আমাকে অ্যাকাউন্টস থেকে বোঝানো হয়, এখানে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নাকি ট্রেজারিও অবজেকশন দেবে।' একই সুর কলকাতা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাসের গলাতেও। তিনি জানান, 'কিছু ফিনান্সিয়াল প্রসেস রয়েছে। ভেন্ডারকে অর্ডার করতে হয়, নন ক্যাট হলে একটা টেন্ডার করতে হয়। ভেন্ডারকে মেটারিয়াল সাবমিট করতে হবে, বিল সাবমিট করতে হবে, তারপর সেটা অ্যাকাউন্ট সেকশনে যাবে, ট্রেজারিতে যাবে, তারপর পাস হয়। টাকা আসা আর ইয়ার এন্ডিং, এর মাঝের সময়টা যদি খুব কম হয়, তখন পুরোটা টাকাটা ব্যবহার করা যায় না।'

# শহরে রামনবমীর পোস্টার বিতর্ক

## মোদি-শুভেন্দুর ছবিতে উত্তপ্ত রাজনীতি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এপ্রিল মাস শুরু হওয়ার আগেই বঙ্গের তাপমাত্রার পারদ উঠেই চলেছে, তার সঙ্গে রাম-নবমী পালন করার আহ্বানকে কেন্দ্র করে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ। রামনবমী উদযাপনের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেওয়া পোস্টারে ছেয়ে গেল কলকাতা। বিশেষত, উত্তর কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই পোস্টার দেখা গিয়েছে। বিজেপির তরফে লাগানো এই পোস্টার ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

শহরের শ্যামবাজার, হাতিবাগান, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ধর্মতলা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় লাগানো হয়েছে মোদি-শুভেন্দুর ছবি সম্বলিত ব্যানার ও ফ্লেক্স। পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'রামনবমী পালন করুন'। পাশাপাশি, তাতে রয়েছে সদ্য নির্মিত অযোধ্যার রামমন্দিরের ছবি। রবিবার রাতে পোস্টার লাগানোর পর সোমবার সকাল থেকেই তা নজরে আসে স্থানীয়দের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই রাজ্যে বড় পরিসরে রামনবমী পালনের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছেন, এবার এক কোটির বেশি হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাস্তায় নামবেন। এরই মাঝে বিজেপি-র এই পোস্টার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক

তৈরি করেছে। বিজেপির সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'অস্ত্র নিয়ে মিছিল নতুন কিছু নয়। মহরমে যদি অস্ত্র বেরোতে পারে, তবে রামনবমীতেও বেরোবে। নিরাপত্তার স্বার্থেই অস্ত্র থাকা দরকার। পুলিশ ঠিকমতো নিরাপত্তা দিতে পারছে না, তাই নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরই নিশ্চিত করতে হবে।' এই মন্তব্যের পালটা দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর কথায়, 'কিছু মানুষ রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ তাদের সমর্থন করেন না। যারা সাম্প্রদায়িকতা ছড়ান, তারা মূর্খ। বাংলার মানুষ উন্নয়ন চায়, বিভাজন নয়।' রাজনৈতিক তরজা চললেও প্রশাসনের কড়া নজর রয়েছে শহরের পরিস্থিতির উপর। উৎসবের সময় যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না হয়, তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করেছে। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, 'শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আইন ভাঙলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' রামনবমী উদযাপন উপলক্ষে শহরে বিজেপির কর্মসূচি আরও কী হতে চলেছে, সে দিকেও নজর রাখ ছে শাসকদল। অন্যদিকে, এই পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

# সুপ্রিম নির্দেশে জেলায় স্থায়ী ভার্চুয়াল কক্ষ করছে রাজ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিভিন্ন মামলায় সাক্ষী দিতে সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের আর সশরীরে আদালতে যেতে হবে না। সময় এবং অর্থ বাঁচাতে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য জেলায় জেলায় স্থায়ী ভার্চুয়াল কক্ষ তৈরি করছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে এমন ৩৯২টি ভার্চুয়াল সাক্ষ্য দান কক্ষ তৈরি করা হয়েছে বলে

রাজ্যের আইন ও বিচার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর শিক্ষা দফতর এবং পুরসভা গুলির দেওয়া জায়গা ও পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে এই কক্ষগুলি তৈরি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রায়শই বিভিন্ন মামলায় সরকারি দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের আদালতে সাক্ষ্যদানের জন্য হাজীরা দিতে হয়। দূরবর্তী এলাকা বা জেলা থেকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বহু অর্থ এবং সময়ের অপচয় হয়। করোনা অতিমারি উত্তর সময় থেকে সর্বোচ্চ আদালত ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের ওপর জোর দেওয়ায় এ ধরণের পরিকাঠামো তৈরীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অনুসারে, জেলার জেলবন্দিদের বিষয়ে গঠিত 'জেলা কমিটি'র বৈঠকে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের ভার্চুয়াল উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে। এই পরিকাঠামোর মাধ্যমে আদালতের কাজেও অংশ নেওয়া যাবে, যা আমলাদের সময় বাঁচাবে এবং প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়াবে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই কক্ষ গুলি তৈরি করা হয়েছে। আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার পাশাপাশি জেলা ও রাজ্যস্তরের নানা প্রশাসনিক বৈঠকেও যোগ দেওয়া যাবে ওই ভার্চুয়াল কক্ষগুলি থেকে।

# সিবিআই আধিকারিক সেজে ৪০০ গ্রাম সোনা লুঠ পোস্তায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** চিনারপার্কে পর এবার একই রকম কাণ্ড ঘটল পোস্তায়। সিবিআইয়ের নামে শহরে ঘটে গেল লুঠপাটের ঘটনা। সূত্রে খ বর, সিবিআই অফিসার সেজে তল্লাশির নামে ৪০০ গ্রাম সোনা লুটে নিয়ে চলে গিয়েছে একদল দুষ্কৃতী। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় পোস্তা থানায় দায়ের করা হয়েছে অভিযোগও। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কটন স্ট্রিট এলাকায় দাঁড়িয়ে ওই তিন ভুয়ো সিবিআই রাস্তা আটকে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির ব্যাগে তল্লাশি চালায়। তারা ওই ব্যক্তিকে তার কাছে থাকা সোনা নিয়ে

একাধিক প্রশ্ন করে। যথাযথ তথ্যও দেখতে চায়। ওই অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তি নির্দেশ মতোই সোনার গয়নাগুলির নথিপত্র তাদের হাতে তুলে দেয়। আর তারপরেই বিপত্তি। ওই ব্যক্তির তথ্য ভুয়ো বলে দাবি করে সব সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত করে তারা। এরপরই ঘটনাস্থল ছাড়ে তারা। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠতেই ওই ব্যক্তি বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন। এরপরই স্থানীয় পোস্তা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে সে। তবে এখনও অধরাই রয়েছেন অভিযুক্তরা। তবে এদিনের এই ঘটনায় একটা প্রশ্ন কিন্তু উঠেই আসছে, ওই ব্যক্তিকে আগে থেকেই অভিযুক্তরা টার্গেট করে রেখেছিল কি না তা নিয়ে।

# বয়সের ভারে কাবু, তবুও বহুরূপী পেশাকেই আগলে বাপি ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যে কৃষ্ণ সেই কালী, যার এক অঙ্গে বহু রূপ...সেই বহুরূপী। নানান পৌরাণিক চরিত্রকে মুখে গায়ে রং মেখে ফুটিয়ে তোলেন বহুরূপীরা। কখনও শিব, কখনও কালী, কখনও হনুমান এঁরা সাজেন। গণেশ, লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতীর কদরও কম নয়। নানা রূপ ধারণ করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দর্শকদের নজর কাড়তেন বহুরূপীরা। এখন শহরে বহুরূপীদের আনাগোনা চোখে পড়ে না। তবে বাংলার এই বহুরূপীরা প্রাচীন লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখলেও, এঁরা শিল্পীর মর্যাদা পাননি। তাই এই শিল্প আজ হারাতে বসেছে। কেউ বয়সের ভারে জীর্ণ, আবার কেউ অভাব অনটনে জর্জরিত। তথাপি তাঁরা প্রাচীন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সংগ্রাম জারি রেখেছেন। সোমবার চৈত্রের প্রখর

রোদ্রে মাঝবয়সী এক বহুরূপীর দেখা মিলল শহরতলির শ্যামনগরের ফিডার রোডে। যিনি হুগলি জেলার তারকেশ্বর জয়কৃষ্ণ বাজার এলাকার বাসিন্দা বাপি ঘোষ। শিবের বেশে থাকা বয়সের ভারে জীর্ণ সেই বহুরূপী ফিডার রোডের দু'ধারে দোকানে দোকানে ঢুঁ মারছেন। রাঙ্গ স্তায় মোড়ে লোকজন দেখলে দাঁড়িয়েও পড়ছেন। মানুষজন খুশি হয়ে তাঁকে বকশিসও দিচ্ছেন। তাতেই খুশি বহুরূপী বাপি ঘোষ। পুরানো সেই পেশাকে আগলে রাখ তে তিনি এখনও লড়াই জারি রেখে ছেন। ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়ায় বহুরূপী বাপি ঘোষ জানান, বহু বছর ধরেই তিনি এই লোকশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। শহরাঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে যা দু'পয়সা রোজগার হয়, তাতেই কোনওরকমে পরিবার নিয়ে তাঁর সংসার চলছে। যদিও সংসারের হাল সামলাতে আলুর আড়তেও তাঁকে শ্রমিকের কাজ করতে হচ্ছে। তিনি জানান, সকাল হতেই তিনি নিজেই সং সেজে বেরিয়ে পড়েন। আর সূর্য ডুবতেই তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। অভাব- অনটনকে সঙ্গী করে এভাবেই দিনের পর দিন অতিবাহিত করছেন বহুরূপী শিল্পী বাপি ঘোষ।

# আবাসন কমিটির টাকা নয়ছয়, কাঠগড়ায় তৃণমূল কাউন্সিলর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আবাসনের কমিটির টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় গল্ফগ্রিন থানায় অভিযোগ দায়েরও করেন আবাসনের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ প্রথমে পুলিশ এফআইআর নিতে রাজি হয়নি। পরে আলিপুর আদালতের দ্বারস্থ হলে কোর্টের নির্দেশে অভিযোগ নেয় গল্ফগ্রিন থানা। এদিকে সূত্রে খ বর, ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত-সহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগ, দেড় কোটি টাকার বেশি লোন নিয়েছেন কাউন্সিলর। শুধু তাই নয়, অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল থেকে নেওয়া ৮৬ লক্ষ টাকা ঋণ বাবদ শোধ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ আবাসনের বাসিন্দাদের। অভিযোগকারীদের দাবি, সকলকে অন্ধকারে রেখেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত। তাঁদের কথায়, 'যাঁরা ম্যানেজমেন্টে বসে আছেন তাঁরা ৭২০ খানা ফ্ল্যাট মালিকের টাকা উধাও করে দিয়েছে। একের পর এক

স্ক্যাম করে বেড়াচ্ছে। ব্যাপক টাকার লোন দেখানো হয়েছে যার কোনও নথি নেই।' এরপরই বিজেপির স্বাস্থ্য সেলের যুগ্ম কনভেনর এবং বিজেপির টালিগঞ্জ শাখার কনভেনর পবন কুমার শর্মা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

তবে এই ঘটনায় রাজনীতি দেখ ছে তৃণমূল। এ ব্যাপারে কাউন্সিলরের তপন দাশগুপ্তের দাবি, 'আমাদের নামে বদনাম করা হচ্ছে। আইন সবার জন্য যে কেউ কোর্টে যেতে পারে।

কিন্তু এই ঘটনা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে।' যদিও পাল্টা অভিযোগকারীদের দাবি, আরবিআইয়ের লাইসেন্স হোল্ডার, যারা লোন দেয়, তাদের থেকে না নিয়ে কেন এভাবে বেআইনি ভাবে লোন নেওয়া হবে।

# নিউটাউনে উদ্ধার টোটো চালকের দেহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভোররাতে নিউটাউনে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ। সোমবার ওই এলাকার ১৪ নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে পরিত্যক্ত জায়গা থেকে উদ্ধার হয় দেহটি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় ইকো পার্ক থানার পুলিশ। তাদের উদ্যোগেই দেহটিকে চিনারপার্কের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দেহটি স্থানীয় এক টোটো চালকের। নাম সুশান্ত ঘোষ। বাড়ি রাজারহাটের রিকজোয়ানি মাঝেরহাট পাড়া। পরিবারের দাবি, পেশায় গাড়ি চালক সুশান্ত, বাড়তি আয়ের জন্য মাঝে মধ্যে টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। রবিবারও তিনি একটু বাড়তি আয় করতে টোটো নিয়ে বের হন। এরপর থেকেই আর কোনও খোঁজ নেই সুশান্তের। অনেকবার ফোন করা হলেও কোনও সাড়া মেলে না। তারপর দিন পেরতেই মৃত্যুর খবর। সুশান্তের পরিবারের এক সদস্য জানান, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং টাকার লেনদেন নিয়ে অনেক দিন ধরেই জর্জরিত ছিল সুশান্ত। আর সেই ভিত্তিতে সম্ভবত পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে তাকে। পুলিশের অনুমান, কুপিয়ে খুন করা পর ভারী কিছু একটা দিয়ে আঘাত করা হয়েছে সুশান্তকে। যার ফলে হওয়া অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জেরে মৃত্যু হয়েছে তার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্তে নেমে দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ।

# বুধ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইদের দিন সকাল থেকেই মেঘলা কলকাতার আকাশ। একই ছবি আশপাশের জেলাগুলিতেও। আকাশে মেঘের সঞ্চার হওয়ায় তাপপ্রবাহের হাত থেকে খানিক রেহাই মিললেও গরমের দাপট চলবে বলেই জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা। তবে মঙ্গলবার থেকে কিছুটা হলেও হাওয়া বদল দেখা যাবে। কিছুটা হলেও কমবে তাপমাত্রা। হাওয়া অফিস বলছে, এ সপ্তাহে কলকাতার পারদ ৩৫ থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করবে। গরমের দাপট চলবে পশ্চিমের জেলাগুলিতেও। সেখানে তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। আপতত দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভবনা নেই। তবে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বুধবার থেকে। বুধবার পশ্চিমের ৩-৪ জেলায় বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ক্রমশ উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। আর এই বৃষ্টির জেরেই দাবদাহ থেকে কিছুটা মুক্তি পাবেন দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। কারণ, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

কলকাতা-সহ বেশ কিছু জেলায় কমবে। পশ্চিমের কিছু জেলায় প্রায় একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা প্রায় একই রকম থাকবে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন। মূলত শুষ্ক আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এদিকে ছত্তিশগড় থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখার টানে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে। এর প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বাংলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে চলতি সপ্তাহে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ৪৮ থেকে ৮৯ শতাংশের মধ্যে।

# হরিদেবপুরের গৃহবধূ খুনে ধৃত স্বামী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রায় দু'মাস পরে হরিদেবপুরে গৃহবধূ খুনের কিনারা করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হল গৃহবধূর স্বামী কার্তিক দাসকে। স্ত্রীকে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার প্রায় দু মাস পরে শহরে ফিরতেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল অভিযুক্ত স্বামী। পুলিশি জেরায় ধৃত দাবি করেছে, স্ত্রী একাধিক পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই আক্রোশ থেকেই তাঁকে খুন করে কার্তিক।

গত ২৩ জানুয়ারি হরিদেবপুর থানা এলাকার ডায়মন্ড পার্কে উদ্ধার হয় এক গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল গৃহবধূর স্বামী কার্তিক সেন। মৃতার বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে কার্তিক দাসের বিরুদ্ধে হরিদেবপুর থানায় খ ুনের অভিযোগও দায়ের করা হয়। অভিযুক্তের নাম, ছবি প্রকাশ করে তার নামে পুরস্কারও ঘোষণা করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, আগে গাড়ি চালাতেন কার্তিক। কিন্তু এক চোখে র দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার পর কার্যত ভিক্ষাবৃত্তি করেই দিন কাটত তার। স্ত্রীকে হত্যার পর গত দু মাস ধরে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, কটকের মতো বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষাবৃত্তি করে সে। এরপর রবিবার হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নামে কার্তিক।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাতেই হাওড়া স্টেশন থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

## সম্পাদকীয়

# জীবন তার নিজের নিয়মেই চলতে থাকে, শুধু মানিয়ে নিতে জানতে হয়

দু'টি ঘটনার সাক্ষী আমার অকিঞ্চিৎকর জীবন। যত্নে, আদরে, নিয়মনিষ্ঠায় যাপিত ছিল আমার মায়ের চাহিদাহীন জীবন। দুপুরে খুঁটিয়ে পড়তেন কাগজ। বিকেলে চা করে, টিভি দেখতে দেখতে অপেক্ষা করতেন ছেলের ফেরার। সেই অপেক্ষায় থাকার মাঝেই কাল হয়ে এল ঘোরতর অনিয়ম। হার মানলেন বার্ধক্যজনিত অসুখের কাছে। আইসিইউতে এক ঘণ্টার ভিজিটিং আওয়ার। আকুল জিজ্ঞাসা প্রত্যেক বার। তকবে বাড়িতে নিয়ে যাবি?দ শেষে চলে গেলেন মৃত্যুর কাছে হার মেনে। ...আলমারি ভর্তি শাড়ি, শাল...। আবিষ্কৃত হল একটি ডায়েরি। কবে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়েছি, তারা মাকে দর্শন করে কেমন শান্তি পেয়েছেন, কোন নাতি-নাতনির জন্মদিন, কী উপহার দেওয়া হল, আমার অজানতে কবে দু'প্যাকেট দুধ নেওয়া হয়েছিল, যাতে রাতে বাড়িতে ফিরে পায়েস খেতে পারি। যখন অসুস্থ হয়ে বাক্ শক্তিরহিত হলেন, দু'বেলা আয়া-নির্ভর জীবন কেটেছে চোখের জলে। কত কী যে বলতে চাইতেন! দুয়ারে শমন উপস্থিত যথা সময়ে। প্রাণবায়ু নির্গত হওয়া প্রত্যক্ষ করলাম চোখের সামনে। ঠিক মুহূর্তখানেক আগেই তিনি আমার ডান হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। কেন? জীবনকে ধরে রাখার জন্য? দ্বিতীয় ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতের। এক সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হল। অবহেলায় পেটের অসুখকে পাত্তা না দিয়ে এই দশা। ডে-কেয়ারে কেমো চলছে। ও দিব্যি হেডফোনে গান শুনছে, শরীরে প্রবিষ্ট হচ্ছে মারণরোগের স্যালাইনবাহিত ওষুধ। আমরা যাচ্ছি। গল্পও হচ্ছে। 'ভয় পাবেন না দাদা। ঠিক তিন-চারটে কেমো নিলেই...। তার পর আপনাদের বোনকে নিয়ে ওয়ার্ল্ড টুরে বেরোব।' কিন্তু তিনটে কেমোও নিতে পারল না। চলে গেল আমাদের সেই অত্যন্ত নিকটজন। সেই ক্যানসার হাসপাতালে বা মাকে যেখানে রাখা হয়েছিল বরাবর, সেই সুপার-স্পেশ্যালিটি হাসপাতালেও দেখেছি এক ছবি। রোগীর পরিজনদের আকুল জিজ্ঞাসা। ডাক্তারবাবু কখন ওয়ার্ডে ভিজিট করতে আসবেন, তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া রোগীর অবস্থা, ক্যান্টিনে দূর-দূরান্ত থেকে আসা পরিবারের আত্মজনদের চিন্তিত মুখে খাওয়া, ভালবাসার জীবনকে ধরে রাখতে হলে যে উদরপূর্তি করে চলতেই হবে! জীবন নিজের নিয়মে চলে। শুধু মানিয়ে নিতে জানতে হয়।

## শব্দবাণ-২৩৫

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ■ | ২ | | | | |
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ■ | ৩ | | ৪ | | ৫ |
| | ■ | | ■ | | ■ | |
| ৬ | | | | | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| ৭ | | | | | ■ | |

**শুভজ্যোতি রায়**

**সূত্র—পাশাপাশি:** ২. সারাক্ষণ ৩. পরিবর্তন, হেরফের ৬. কালাচাঁদ ৭. স্বর্ণ, সোনা।

**সূত্র—উপর-নীচ:** ১. হঠাৎ, ভাগ্যক্রমে ২. সরকারকে প্রদেয় খাজনা বা রাজস্ব ৪. বুনো পায়রা ৫. ভারী জিনিসকে হালকা করা।

### সমাধান: শব্দবাণ-২৩৪

**পাশাপাশি:** ১. আসক্তি ২. ভ্রামর ৫. অদন ৮. সাযুজ্য ৯ .গোপাল।

**উপর-নীচ:** ১. আষাঢ়ে ৩. রক্তাক্ত ৪. আদমি ৬. খালসা৭. কোয়েল।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

অজিত ওয়াদেকার

*১৮৮৯ আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা নেতা কে বি হেগড়েওয়ারের জন্মদিন।*
*১৯৩৭ ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারির জন্মদিন।*
*১৯৪১ বিশিষ্ট ক্রিকেটে খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকারের জন্মদিন।*

# বিশ্ব হিন্দুত্ব চিন্ময় প্রভুর লড়াইয়ের সাথী

**প্রদীপ মারিক**

**বিশ্বের প্রত্যেকটি ভাষাভাষী মানুষদের মৌলবাদীদের ওপর রাগের অগ্নিশিখা জ্বলছে। তবু সবাই চুপ করে আছে, ধৈর্য্য ধরছে এই আরাজগতা যেন বন্ধ হয়। কারণ বিশ্বের হিন্দুরা নরেন্দ্র মোদি এবং ট্রাম্প কে বিশ্বাস করেন। চিন্ময় প্রভুর জামিন তো দিলোই না বাংলাদেশ সরকার, উল্টে তার হয়ে যারা দাঁড়াবেন সেই ৫১ জন আইনজীবীদের উপর মৌলবাদীরা অকথ্য অত্যাচার করলো তারা এখন সবাই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। মৌলবাদীরা বলছে চিন্ময় প্রভুর জন্য কোন আইনজীবী যদি লড়ে তাহলে তাকে আদালতেই পেটানো হবে। এ কি বাংলাদেশ ! হিন্দুদের ওপর এই অত্যাচার সহ্য করতে পারছে না সারা বিশ্ব। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তো রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী বিশ্বের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়েছেন। তিনি আবেদন করেছেন, প্রত্যেক হিন্দু যাতে রাজনীতির রঙ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। তিনি বলেছেন, ' বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘিত করেছে। পৃথিবী ব্যাপী এক ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ করা উচিত।' বাংলাদেশে হামাস, আইএস, তালিবানের থেকেও খারাপ একটি জঙ্গিবাদ কাজ করছে। তিনি বলেছেন, সন্ন্যাসীদের আইনজীবীদের মৃত্যু মুখে ফেলা হচ্ছে। নয়ত গ্রেফতার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদ করেছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। ব্রিটিশ সাংসদ প্রীতি প্যাটেল, ব্যারি গার্ডনার বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হিংসার ঘটনার কড়া নিন্দা করেছেন। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথে, মাটিতে ভারতীয় পতকা, আর পড়ুয়াদের পা দিয়ে মাড়ানোর ছবি ছড়িয়ে পড়তেই সারা বিশ্বের সাথে গলা মিলিয়ে প্রতিবাদ করেছেন তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বের কোনও পতাকাকে কোনও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন মানুষ অবমাননা করে না। আমি বিশ্বের প্রতিটি পতাকাকে সম্মান করি, প্রতিটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতকে সম্মান জানাতে আমি উঠে দাঁড়াই। পাকিস্তান যে এত আমাদের শত্রু দেশ, আমি পাকিস্তানের পতাকাকেও পোড়াবো না, পায়ে মাড়াবো না।' ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন যে সব মৌলবাদী ছাত্ররা ভারতীয় পতাকা পা দিয়ে মারিয়ে জঘন্য অপরাধ করেছে ইউনিস সরকারের উচিত সেই সব কলঙ্ক যুক্ত ছাত্রদের প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া, না হলে শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ মৌলবাদীদের বাধ্য ভূমিতে পরিণত হবে। বাঙালি আবেগ বাংলাদেশ যেন বাংলাদেশই থাকে কোন কারণে যেন তালিবান শোষিত পাকিস্থান না হয়ে যায়। কিন্তু সেই দিকে কেন পুরোপুরি ভাবেই পাকিস্তানের দখলে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ। অবিলম্বে বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। হিন্দুদের ওপর যারা অত্যাচার করছে তারা সন্ত্রাসবাদী। এদের কোন জাত নেই। সেই কারণেই প্রয়োজনে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কি করে কি ভাবে কুটনৈতিক ভাবে এই অমানবিক অত্যাচার শেষ করা যায় সে দিকে লক্ষ্য দিক বিশ্বের দুই শান্তিকামী নেতা নরেন্দ্র মোদি এবং ট্রাম। কারণ ট্রাম্প এবং মোদির ওপরেই সব থেকে বেশি বিশ্বাস করেন হিন্দুরা। বিশ্বের সমস্ত সানাতনীরা মনে করেন মোদির চেষ্টায় বাংলাদেশে হিন্দুদের হৃত গৌরব আবার ও ফিরে আসবে। কোন কারণ ছাড়াই চিন্ময় দাস কে গ্রেপ্তার করলো বাংলাদেশ সরকার। দিনের পর দিন হিন্দুদের ওপর অত্যাচার যেন চরম চেহারা নিয়েছে। চিন্ময় সাধুর মুক্তির দাবিতে ময়দানে নেমে পড়েছে বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের পর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সহিংসতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বেড়েই চলেছে। মন্দির, বাড়িঘর এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা সহ বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্রমবর্ধমান প্রতিবেদনে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তার উত্তেজনাকে তীব্র করেছে, ইউনিস সরকারের ধর্মীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাদের টার্গেট করছে বাংলাদেশ মৌলবাদী সরকার। বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। চরম অসহযোগিতা দেখা গেছে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে। চিন্ময় দাসকে জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন বিচারক কাজী শরিফুল ইসলাম। এদিন চিন্ময় দাসের আদালতে পেশের আগে আদালত চত্বরে জড়ো হন শয়ে শয়ে মানুষ। উঠল জয় শ্রীরাম স্লোগানও। গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশব্যাপী সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ৮ দফা দাবিতে হিন্দুদের মুখপাত্র হিসেবে বক্তব্য দিয়ে আসছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের লালদিঘী মাঠে জনসভার পর ৩০ অক্টোবর রাতে ১৯ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের কোতয়ালী থানায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়। এই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকায় লং মার্চের ঘোষণাও দিয়েছিল সনাতনী জাগরণ মঞ্চ। পরে সেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। চট্টগ্রামের নিউমার্কেট মোড়ের স্বাধীনতা স্তম্ভে মিথ্যা ভাবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ করা হয় চিন্ময়ের বিরুদ্ধে। ইসকন কতৃপক্ষ জানিয়েছে শান্তিপ্রিয় ভক্তি আন্দোলন স্তব্ধ করতে যে ভাবে মৌলবাদীরা চিন্ময় প্রভুকে গ্রেপ্তার করেছে তা এককথায় মেনে নেওয়া যায় না। ইসকন কতৃপক্ষ চাইছে চিন্ময় প্রভুর নিঃস্বার্থ মুক্তি। অবিলম্বে চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির জন্য আবেদন করেছে। বঙ্গের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী অবিলম্বে বাংলাদেশে হিন্দুদের অত্যাচার এবং অবশ্যই চিন্ময় প্রভুকে মুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর কে অনুরোধ করেছেন কারণ দিনের পর দিন বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষ সব সময় শান্তির পক্ষে। সম্প্রতি রুশ সফরে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছিলেন ভারত বুদ্ধ চায় যুদ্ধ নয়। আবার মোদির নেতৃত্ব ভারতবর্ষ সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পিছপা হয় না। বিশ্ববরেণ্য শীর্ষ নেতা যে তাই মোদি। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে বিশ্ব শান্তির দেশ ভারতে আশ্রয় নিলেন। হাসিনার দেশছাড়ার পর প্রতিবেশী বাংলাদেশের হিংসাত্মক পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত সরকার। নব নিযুক্ত মোহাম্মদ ইউনিসের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি ভারত সারকারের একটা আশা ছিল। ইউনিস নিজেও বলেছিলেন হিন্দুদের ওপর কোন আক্রমণ হবে না কিন্তু হিন্দুদের ওপর একটার পর একটা আক্রমণ হয়েই চলেছে। গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনার করছে ভারত সরকার। প্রায় তিনমাস হতে চললো বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা এসেছে মোহাম্মদ ইউনিসের হাতে। ইউনিস সরকার এসেই ঘোষণা করেছিল ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করবে, বাংলাদেশের সংবিধান, নির্বাচন ব্যবস্থা , বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, দুর্নীতি দমন পদ্ধতি জন প্রশাসন সংস্কার। এই ছটি কমিশনের প্রধানদের নাম ও জানিয়েছিলেন ইউনিস। কিন্তু তিন মাস কেটে গেল তা গঠন করতে। বিতর্ক দানা বাঁধতেই ২৪ শে অক্টোবর তড়িঘড়ি ছয় কমিশন গঠন করলো ইউনিস সরকার। কিন্তু এই ছয় কমিটিতে একটাতেও নেওয়া হয় নি সংখ্যালঘু হিন্দু বোদ্ধ খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের। ছয় কমিটিতে যে ৫০ জন সদস্যের নাম দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে দেশের ৯ শতাংশ সংখ্যালঘুদের কোন স্থান দেয়নি ইউনিস সরকার। বোদ্ধ জনগোষ্ঠীর সংবাদ মাধ্যমের প্রধান দেবাশীষ বলেছেন হাসিনা সরকারের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে সব রকম ব্যবস্থা করেছে এই সরকার। তাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগের শাখা সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র লীগকে। দিনের পর দিন বাংলাদেশ হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। সংখ্যালঘুদের কি ভাবে সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানাতে হয় তা মোদি সরকারের কাছে শিক্ষা নিক ইউনিসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

দেশের ঐক্যের প্রশ্নে সমস্ত ভারতবাসী এক সূত্রে গাঁথা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সাম্প্রতিক সহিংসতা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। ২০২৪-এর জানুয়ারিতে নির্বাচনের পর সেখানে প্রবল উত্তেজনা, গভীর বিভাজন ও মেরুকরণ হয়। জুনে ছাত্র আন্দোলনের পর পরিস্থিতি আরো গম্ভীর হয়ে ওঠে। সহিংসতা বাড়ে। ভবন ও পরিকাঠামোর পর আক্রমণ হয়। রেল ও ট্রাফিক বিঘ্নিত হয়। জুলাইতেও বিক্ষোভ চলে। আমরা এই সময় বারবার সবাইকে সংযত হতে বলি এবং জানাই যে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে।' জয়শঙ্কর জানিয়েছেন,'আমরা যে রাজনৈতিক শক্তিগুলির সাথে সম্পর্কে ছিলাম, সবাইকে একই কথা বলি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও মানুষের ক্ষোভ কমেনি। বিক্ষোভ চলতে থাকে। এই সময় একটা দাবিতেই আন্দোলন হয়, হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে। পুলিশ আক্রান্ত হয়। সহিংসতা বাড়ে। বাংলা দেশে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুদের ব্যবসা ও মন্দিরসহ অনেক জায়গায় আক্রমণ করা হয়।' তিনি এও বলেন, 'সংখ্যালঘুরা কেমন আছেন, তার দিকেও নজর রেখেছি। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংগঠন তাদের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট। আমরা তা স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আমরা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন।' বাংলাদেশের যশোরেশ্বরী কালী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপহার দেওয়া মুকুট চুরির খবরে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করে ভারত সরকার ঢাকাকে বিষয়টির 'তদন্ত' করতে বলেছে। শেখ হাসিনা সরকার পড়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘুদের উপরে বার বার হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলা হয়েছিল সংখ্যালঘুদের ধর্মস্থানেও। হিন্দু-সহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানে হামলা চালানো হচ্ছে। পুড়ছে বাড়িঘর, চলছে ভাঙচুর, পিটিয়ে খুন, অবাধ লুঠপাট। এইসব নৃশংস, নির্মম, অমানবিক ঘটনার ইতিমধ্যেই সাক্ষী থেকেছে বাংলাদেশ। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আবেদন জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন। বিদেশ সচিব বিমল মিস্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ও ইউনুস মৌলবাদী সরকার হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কমছে না বেড়েই চলেছে। এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, মোহাম্মদ ইউনিসের উচিত যে কোন মূল্যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের রক্ষা করা যাতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি হিন্দু মা বোনেরা যেন সুরক্ষিত থাকেন। কারণ ওপার বাংলার মা বোনেদের কান্নার ধ্বনি এ বঙ্গে শুধু নয় ভারতবর্ষ হয়ে সারা বিশ্বের হিন্দুদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এত অত্যাচারের মধ্যেও যে সব হিন্দুরা প্রতিবাদ করছে তাদের কে কুর্নিশ জানাতে হবে। কারণ বিশ্বের একমাত্র ধর্ম হল হিন্দু ধর্ম যা ভগবানের মুখনিঃসৃত। এই ধর্মকে যারা অবমাননা করছে সেই সব বাংলাদেশীদের ধরে ছুঁড়ে ফেলা উচিত পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে, সেই সময় আর দেরি নেই। কারণ তালিবান কংস দের মারতে প্রত্যেক হিন্দু মা বোনদের বাড়িতে ভগবান কৃষ্ণ গোকুলে বেড়ে উঠছে। বাংলাদেশের ইউনিস সরকার মৌলবাদিদের দ্বারা পরিচালিত হলেও বাংলাদেশি বিচারকরা ন্যায্য বিচার না করে কি মৌলবাদীদের পা চাটতে ব্যস্ত ! বিশ্বের সমস্ত হিন্দুদের আবেদন যে কোন মূল্যে চিন্ময় প্রভুর জামিন চাই।

## আনন্দকথা

বিজয় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছেন ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি কার্যের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাই বিজয়কে দেখিয়া কেশব একটু অপ্রস্তুত। কেশব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, ঘরের জানালা খুলিয়া দিবেন।

ব্রাহ্মভক্তেরা একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। এখনও ভাব পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। ঠাকুর আপনা-আপনি অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন, "মা আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা করতে পারব।"

ঠাকুর কি দেখিতেছেন যে, সংসারী ব্যক্তিরা বেড়ার ভিতরে বদ্ধ, বাহিরে আসিতে পারিতেছে না, বাহিরের আলোকও দেখিতে পাইতেছে না — সকলে বিষয়কর্মে হাত-পা বাঁধা? কেবল বাড়ির ভিতরের জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেছে আর মনে করিতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল দেহ-সুখ ও বিষয়কর্ম, কামিনী ও কাঞ্চন? তাই কি ঠাকুর এমন কথা বলিলেন,

*(ক্রমশঃ)*

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিকে ইদের নমাজ তেমনি একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময়-হাবড়া দক্ষিণ সড়াই ঈদগাহ তোলা ছবি।

সুজাপুর নয়ামৌজার মাঠে ঈদ উপলক্ষে নমাজ পাঠ ।

সিউড়ি ঈদগাহ ময়দানে ইদের নমাজ।

# উলুবেড়িয়ায় গঙ্গার বানে উলটে গেল স্পিডবোট, অল্পের জন্য রক্ষা চার জনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া:** গঙ্গায় হঠাৎ বানের স্রোতে উলটে গেল একটি স্পিডবোট। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ উলুবেড়িয়ার দক্ষিণ জগদীশপুর জেলেপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। নদীর স্রোতের মুখে পড়ে মাঝগঙ্গায় বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যাত্রীবোঝাই এই স্পিডবোট। তবে সৌভাগ্যবশত, উপস্থিত নৌকো ও লঞ্চের সাহায্যে দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয় বোট ও তার আরোহীদের।

ভরা পূর্ণিমার জেরে বিপর্যয় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভরা পূর্ণিমার জেরে বিগত কয়েকদিন ধরেই গঙ্গায় প্রবল স্রোত এবং বান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নদীতে জোয়ার-ভাটার স্বাভাবিক ওঠানামার চেয়ে বেশি জলস্ফীতি দেখা যাচ্ছে, যা নৌযান চলাচলের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সোমবার সকালেও গঙ্গার জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যায় এবং প্রবল তোড়ে মাঝগঙ্গায় থাকা স্পিডবোটটি ভারসাম্য হারিয়ে উলটে যায়।

স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মতে, এই সময় গঙ্গায় বানের তোড় এতটাই প্রবল থাকে যে ছোট নৌকো ও স্পিডবোটগুলির জন্য তা বিপজ্জনক হতে পারে। এই কারণে সাধারণত বড় লঞ্চ ও স্টিমারগুলিকেই বেশি ব্যবহার করা হয়। তবে ছোট নৌযানও চলাচল করে, যা ঝুঁকির কারণ হয়ে ওঠে।

ঘটনার সময় স্পিডবোটটিতে চারজন আরোহী ছিলেন। হঠাৎ স্পিডবোটটি উলটে গেলে তাঁরা নদীতে পড়ে যান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নদীর পাড়ে থাকা অন্যান্য নৌকো ও লঞ্চ দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাঝগঙ্গায় গিয়ে বিপদে পড়া আরোহীদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

দুর্ঘটনার পর আরোহীদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে গঙ্গার অপর পারে, অছিপুর ঘাটেও বানের প্রভাব পড়ে। জানা গেছে, প্রবল স্রোতের কারণে ঘাটের জেটির শিকল ছিঁড়ে যায়। এর ফলে ঘাটের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেখানে জলযান চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নৌপরিবহণ দপ্তরের তরফে স্থানীয় স্পিডবোট ও নৌকোর চালকদের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গঙ্গায় প্রবল স্রোতের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গঙ্গার পরিস্থিতি বিবেচনা করে আগামী কয়েকদিনের জন্য ছোট নৌকো ও স্পিডবোট চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে পারে।

# মগরাহাট স্টেশনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ট্রেন পরিষেবা বিপর্যস্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা:** ইদের দিনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট রেলস্টেশনে। সোমবার দুপুরে আচমকা আগুন লেগে স্টেশনের একাধিক দোকান ভস্মীভূত হয়। এই ঘটনায় শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, স্টেশনের এক দোকানে প্রথম আগুন দেখা যায়, যা দ্রুত আশপাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে ডায়মন্ডহারবার রুটের ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যান্য রুটেও ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। একাধিক লোকাল ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরিষেবা পুনরায় চালু করা হবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় বাসিন্দা শফিক মোল্লা জানান, 'ইদের আনন্দে কয়েকজন বাজি ফাটাচ্ছিলেন। সেই বাজির আগুন একটি দোকানে পড়ে, সেখান থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।' প্রাথমিকভাবে অনুমান, অন্তত ১০-১২টি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা হতে পারে।

দমকলের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

# নদিয়ায় দলীয় কর্মসূচিতে এসে ধর্ম নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর



**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আক্রমণ করার জন্য বলেন, আমি শিব ঠাকুরের দিকে মাথা দিয়ে শুই। আমি ব্যানার্জি, ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। সেই মমতা ব্যানার্জি, খিলাফত কমিটির অনুষ্ঠানে কিভাবে প্রবেশ অধিকার পায়, এদিন নদিয়া নাকাশিপাড়ায় একটি সাংগঠনিক কর্মসূচিতে এসে ধর্ম প্রসঙ্গে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন দলীয় কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন হিন্দুরা কখনো দাঙ্গা করে না। মুখ্যমন্ত্রী খিলাফত কমিটির অনুষ্ঠানে গিয়ে বলছেন কেউ দাঙ্গা করলে তাদের তাড়িয়ে দেবেন। তিনি এবং তার ভাইপো বলছেন রাজ্য সরকার তাদের পাশে রয়েছে। তিনি যে ভাষায় হিন্দুদের প্রতি আক্রমণ করেছেন এই সরকার এতদিন কবে পাল্টে যেত। হিন্দুরা সব একত্রিত হচ্ছে। শুধুমাত্র পুলিশের সাহায্যে এই সরকার এখনও টিকে রয়েছে। বাংলার হিন্দু জনগণ প্রস্তুত আছে সুদে-আসলে সব শোধ নেওয়ার জন্য। অটল বিহারী যখন জিতেছিল তখনও এইরকম ধর্ম নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল। তার জবাব হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশে মানুষ দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে অধিকাংশ হিন্দুরাই ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। কেউ কাজের তাগিদে বাইরে থাকেন কেউ ভয়ে ভোট দিতে যান না। তাদের মধ্যে ১০ শতাংশ ভোটাররা ভোট দিলে আমরা এখানে জয়লাভ করব।

# গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং:** এক গৃহবধূকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে ক্যানিংয়ের তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের আঁধলা গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ওই গৃহবধূ। মেয়েকে মারার খবর পেয়ে ওই গৃহবধূর মা দ্রুত মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অভিযোগ ইদের দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে ওই গৃহবধূকে মারধর করছিল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। তাঁকে মেরে খুন করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন ওই গৃহবধূর মায়ের। মাঝে মধ্যেই এরকম অত্যাচার করা হত বলে অভিযোগ তাঁর।

# প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বছর ধরে ১৬ চৈত্রয় পূজিত হয়ে আসছেন মা শ্মশানকালী !

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর :** পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরের মহিন্দর গ্রামে কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুজো উপলক্ষ্যে লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয় এদিন পুজো প্রাঙ্গণে। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত মহিন্দর গ্রামে আনুমানিক প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বছর ধরে ১৬ চৈত্র দিনটিতে পূজিত হয়ে আসছেন মা শ্মশানকালী।

দেবী এখানে শ্মশান কালি রূপেই পরিচিত ভক্তদের কাছে। প্রতিমাটিও তৈরি বিশেষ আশ্চর্যরকম ভাবে। পুজোর দিন অর্থাৎ ১৬ চৈত্র দিনটিতে সূর্য অস্ত হওয়ার পর এক কোদাল মাটি আর দেশি মদ ও হাঁসের ডিম দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করা হয়।

প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে প্রতিমা নির্মাণ করতে। রীতি অনুযায়ী এখানে কাঁচা মাটির প্রতিমা পূজিত হয়ে আসছে বহু বছর ধরে। মায়ের মহিমা এতটাই যে কাঁচা মাটির প্রতিমা মাথায় করে নিয়ে নাচতে নাচতে শোভাযাত্রা সহকারে মায়ের পুজোর স্থানে পৌঁছয় ভক্তরা। এদিন মাকে কয়েক হাজার ফুলের মালা পড়ালেও মায়ের অঙ্গ বিকৃতি হয় না। এই রীতি চলে আসছে বহু বছর ধরে। প্রথম থেকেই খোলা আকাশের নীচে মায়ের পুজোপাঠ হয়ে আসছে। মায়ের স্বপ্নাদের অনুযায়ী মায়ের মন্দির করা যাবে না। পুজোর এই বিশেষ রাতে মাকে দেখার জন্য কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। শুধু বর্ধমান নয় হুগলির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মায়ের এই পুজোর দিন উপস্থিত হয় মহিন্দার গ্রাম। চন্দননগরের বিখ্যাত আলোক

শয্যায় সেজে ওঠে শীতলপুর মহিন্দার গ্রাম মায়ের ভক্ত দিন দিন বেড়েই চলেছে। পুজোর শেষে মাকে বিসর্জন দেওয়া হয় গ্রামের বাইরে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে। নিয়ম অনুযায়ী মাকে জলেতে বসিয়ে রেখে চলে আসা হয়। কথিত আছে মা নাকি নিজেই জলে চলে যান। মাকে পুকুর পাড়ে নামিয়ে তাই আর কেউ ফিরেও তাকান না পিছন দিকে। এই রীতি চলে আসছে বহু বছর ধরে। আর যে পুরোহিতরা মায়ের পুজো করেন পুজোর শেষে তাঁর গ্রামের বাইরে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে অসুস্থ মানুষদের ভিড় লক্ষ্য করা যায় তার যাত্রাপথে। বিশ্বাস অনুযায়ী মাঠে শুয়ে পড়েন পূজোয় উপস্থিত ভক্তরা কারণ তাদের বিশ্বাস পুরোহিতাদের দেহের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলে তাদের নাকি রোগ মুক্তি ঘটে। যার ফলে ১৬ চৈত্র দিনটিতে লক্ষ্য মানুষের ভিড় জমে শীতলপুর মহিন্দার গ্রামে জামালপুর থানার মহিন্দর গ্রামের মানুষও এই দিনটির অপেক্ষায় থাকেন সারা বছর।

# নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান:** এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের নান্দুর এলাকার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের নান্দুর এলাকায় একটি ইটভাটায় ওই নাবালিকার পরিবার থাকে। পরিবারের সদস্যরা কাজ করার জন্য বাইরে থেকে ওই ইট ভাটায় আসে। নাবালিকার বয়স আট বছর। কয়েকদিন আগে ওই ব্যক্তি এলাকায় এসে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ প্রতিবেশীদের। অভিযোগ উঠেছে, ভাটার কর্তৃপক্ষ এর পর স্থানীয় এক ওষুধের দোকানের ওষুধ দিয়ে আর কোনও দায়িত্ব পালন করেনি। ভাটার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী জানান, মালিকের নির্দেশে স্থানীয় ওষুধের দোকানে যাওয়া হয়। ওষুধ খেয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় আর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এরপর গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পুলিশ।

# ফার্মেসির ভেতর চিকিৎসকের মধুচক্রের ছবি, বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** ফার্মেসির ভিতরে ডাক্তারের মধু চক্রের ছবি ভাইরাল। ঘটনায় সোমবার সকাল থেকে ফার্মেসি বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তুলে ফার্মেসির সামনে বিক্ষোভ স্থানীয় মানুষের। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ফুলিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। সূত্রের খবর, শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এলাকার একটি ফার্মেসিতে বসা এক চিকিৎসকের একাধিক নারীর সঙ্গে তৈরি করা অশ্লীল ভিডিও রবিবার হঠাৎই ভাইরাল হয়ে যায়। আর ডাক্তারের এহেন ঘটনা সামনে আসার পরই এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ ওই ফার্মেসির ভিতরেই মহিলাদের সঙ্গে ওই অশ্লীল কার্যকলাপ করেছে ডাক্তার। এবং পুরো বিষয়টিই হয়েছে ফার্মেসির মালিকের সম্মতিতে। আর এরপরই ওই ফার্মেসি বন্ধ করে দেওয়ার দাবি তুলে ফার্মেসির সামনে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফুলিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে ওই ফার্মেসির মালিককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনায় ফুলিয়া ফাঁড়িতে একটি মার্চ পিটিশন জমা করেছেন স্থানীয়রা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও ঘটনার পরই শান্তিপুর থানার পুলিশ ওই ফার্মেসির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে এসেছে এবং গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। তবে অভিযুক্ত ডাক্তার অমিয় কুমার দাসের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তিনি কোনও রকম ভাবে ফোন ধরেননি।

# অন্ডালে ১৫ দিন ধরে নিখোঁজ এক ব্যক্তি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল:** চলতি বছরের গত ১৭ মার্চ বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন অন্ডালের দক্ষিণখন্ড পঞ্চায়েতের মধুসূদনপুর কোলিয়ারি এলাকার বাসিন্দা অমরেন্দ্র দে (৪৮) নামের এক ব্যক্তি। দু'দিন সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর ১৯ মার্চ অন্ডাল থানায় স্বামীর নিখোঁজ ডায়েরি করেন ময়না দে। সোমবার তিনি জানান, ১৭ তারিখ সকাল ৮টা নাগাদ অমরেন্দ্র বাবু বাড়ি থেকে বের হন তারপর তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। তার খোঁজ পেতে অন্ডাল ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এলাকায় অমরেন্দ্র বাবুর ছবি সহ নিখোঁজ পোস্টার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে তিনি আক্ষেপ করেন।


Bank of Baroda

**ঠাকুরপুকুর শাখা**

নিমন্ত্রণ ভিলা, ১৪৮/৩, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৬৩

ইমেল আইডি: thakol@bankofbaroda.co.in

**দাবি বিজ্ঞপ্তি**

সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,২০০২ এর সেকশন ১৩ (২) এর অধীনে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগনের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা কর্তৃক সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসাবে জারি করা দাবি বিজ্ঞপ্তি:

| ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগনের নাম ও ঠিকানা | নোটিশের তারিখ/ এনপিএ-র তারিখ | সিকিউরিটিজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ নিরাপত্তা চুক্তি | সুবিধার ধরণ ও প্রকৃতি / সীমা / সুদের হার / বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| **১) শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ সিং (ঋণগ্রহীতা) ২) শ্রীমতি সুভদ্রা সিং (যুগ্ম ঋণগ্রহীতা) উভয়েরই বাসস্থান:** এলপি ৩৮/১৬/৭/৩, বিবেকানন্দ পার্ক, বিবেকানন্দ মূর্তির কাছে, নতুনহাট, মহেশতলা পৌরসভা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪১। **মেসার্স গোখুল কমিউনিকেশন (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী: শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ সিং এছাড়াও ঠিকানা:** ৪২৫বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, আপনজন ক্লাবের কাছে, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৮২। | **নোটিশের তারিখ: ২৪.০৩.২০২৫ এনপিএ-র তারিখ: ২১.০২.২০২৫** | সংশ্লিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার **বিল্ড আপ এরিয়া ১৯৪৬ বর্গফুট, কার্পেট এরিয়া ১৯৪৫ বর্গফুট,** যা কমবেশি ০২ কাঠা ০৯ ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের উপর অবস্থিত যার উপর একতলা বিল্ডিং রয়েছে এবং মৌজা রামনগর, জে.এল. নং ২৬, তৌজি নং ৬৫, আর.এস. ৭৪, দাগ নং ৩৮২ (জমির পরিমাণ ২ কাঠা ৩ ছটাক) আর.এস. খতিয়ান নং ১২, এল.আর. খতিয়ান নং কৃ ৪৪৭/১, কৃ ৪৯১/২ এবং কৃ ৩০৩ এর অধীনে এবং দাগ নং ৩৯৪ (জমির পরিমাণ ৬ ছটাক) আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৫, এল.আর. এর খতিয়ান নং কৃ ২২৮ বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ২০৬০, মহেশতলা পৌরসভার সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং এইচ২-৬৪/নিউ, বিবেকানন্দ পার্ক রোড, ২৩ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা মহেশতলা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১৪১ **শ্রীমতী সুভদ্রা সিং-এর মালিকানাধীন। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে:** আর.এস. দাগ নং ৩৯৪-এর জমি দ্বারা, **দক্ষিণে:** আর.এস. দাগ নং ৩৯৪ -এর জমি দ্বারা, **পূর্বে:** ১৬ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা, **পশ্চিমে:** আর.এস. দাগ নং ৩৮১ এবং ৩৯৪-এর জমি দ্বারা। | **হোম লোন এ/সি নং: ৩৬৬৭০৬০০০০১২৬১ সীমা: ১৭.৮৮ লক্ষ টাকা সুদের হার: ৮.৫৫% এবং এইচবিএল টপ-আপ লোন এ/সি নং: ৩৬৬৭০৬০০০০১২৬২ সীমা: ২৫.০০ লক্ষ টাকা সুদের হার: ১০.০৫% মোট সীমা : ৪২.৮৮ লক্ষ টাকা বকেয়া পরিমাণ: ৪২,৪৭,৯৮৬.০০/- টাকা** (বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নয়শো ছিয়াশি টাকা মাত্র) **২৩.০৩.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি অপ্রয়োগযোগ্য সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি। |
| | | ১) কাঁচামালের মজুদ, আধা-সমাপ্ত পণ্য, সমাপ্ত পণ্য, দোকান এবং খুচরা যন্ত্রাংশ, বিক্রয় লেনদেন থেকে উদ্ভূত সমস্ত বুক ডেটস এবং অন্যান্য সমস্ত বর্তমান সম্পদের হাইপোথিকেশন। ২) সম্পূর্ণ নির্মিত **জি + ৩** তলা বিল্ডিং এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (সম্মুখভাগ অর্থাৎ রাস্তা গ্রাউন্ড ফ্লোরে মোজাইক মেঝে সহ কমবেশি **১১৭ বর্গফুট** সুপার বিল্ড আপ এলাকা যুক্ত দোকান ঘরের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং সেইসঙ্গে **০২ কাঠা ৮ ছটাক** জমির অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থের অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ। জমির পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ৮ ছটাক যার অবস্থান- মৌজা - হরিদেবপুর, জে.এল. নং - ২৫, আর.এস. নং ৩৫, কালেক্টরেটের তৌজি নং ৪০ এর অধীনে, দাগ নং ৩৭৭, খতিয়ান নং , ৭২৯, থানা - বেহালা এবং এরপর ঠাকুরপুকুর বর্তমানে হরিদেবপুরের সাথে সম্পর্কিত। এটি বর্তমানে কলকাতা পৌর কর্পোরেশন (এস.এস ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২২ এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যার পৌর প্রেমিসেস নং ৪২৫বি মহাত্মা গান্ধী রোড, অ্যাসেসি নং ৪১-১২২-০৭-২৩৭০-০ সাব-রেজিস্ট্রি/এডিএসআর অফিস বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৮২, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ সিং -এর মালিকানাধীন। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে:** সাধিন ঘোষের ফ্ল্যাট দ্বারা, **দক্ষিণে:** ১২ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা, **পূর্বে:** ৪০ ফুট প্রশস্ত এমজি রোড দ্বারা, **পশ্চিমে:** সাধিন ঘোষের ফ্ল্যাট দ্বারা। | **ক্যাশ ক্রেডিট লোন (এ/সি নং) ৩৬৬৭০৫০০০০০০২৫ সীমা: ৩০.০০ লক্ষ টাকা সুদের হার: ১২% বকেয়া পরিমাণ: ২৯,৯৯,২৯৪.৩৭/- টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশো চুরানব্বই টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র) **২৩.০৩.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি অপ্রয়োগযোগ্য সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি। |

আপনি উপরে উল্লিখিত আমাদের শাখা থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা যার মধ্যে সম্মত হারে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন। ব্যাঙ্ক আপনাকে উপরে উল্লিখিত সারণীতে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য নোটিশ জারি করেছে। ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরিত ডিমান্ড নোটিশগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনাকে সুদ সহ বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের সাপেক্ষে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ ব্যাংকের কাছে বিদ্যমান অন্যান্য অধিকার ও প্রতিকার, যার মধ্যে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণও অন্তর্ভুক্ত, সংরক্ষিত রাখে।

**তারিখ: ০১.০৪.২০২৫**
**স্থান: ঠাকুরপুকুর**

**অনুমোদিত অফিসার**
**ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**


# শান্তি সম্প্রীতিময় ইদের বার্তা জেলায় জেলায় শান্তির দূত স্বপন বাউলের

**বনস্পতি দে ● হুগলি**

শান্তির দূত সম্মানিত ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল পথে পথে ঘুরে সারা রাজ্যের উদ্দেশ্যে শান্তি সম্প্রীতিময় ইদ উৎসবের বার্তা দিলেন বাউল গানে। 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম যার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ' কাজী নজরুল ইসলামের লেখা গানটি তিনি এর আগেও শান্তি সম্প্রীতির যখনই বার্তা দিয়েছেন তার বার্তায় সব সময় প্রথমেই এই গান গেয়েই মানুষকে সচেতন করেছেন। তার সঙ্গে নিজের লেখা বাউল সুরে গানে এবারেও বললেন 'জাতপাত ধর্মাধর্মের ভেদাভেদ ভুলে যাও --- বর্ণ গোষ্ঠীর ভেদাভেদ ভুলে সকলকে আপন করে নাও গো। মনে রাখবে সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর কিছুই নাই গো। মানব ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম একথাটি কেউ ভুলো নাগো। রাজ্যের মানুষ দেশবাসী তোমরা কেউ ভুলো নাগো তোমরা কেউ ভুলো নাগো'। জেলা, রাজ্য ও দেশের এবং সারা বিশ্বে



জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ গোষ্ঠীর ভেদাভেদ করে যেনো কোনও রকম অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি না হয় যেন কোনও শান্তি ভঙ্গ না হয় সেই চেষ্টা চালিয়ে যান সবসময় সারা রাজ্যে দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে। তিনি রাজ্যের ও দেশের একমাত্র নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির রক্ষায় বাউল গানে বার্তা দেওয়ার শিল্পী পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। এমন মহতী উদ্যোগ দেখে বিনা পয়সার শান্তি সম্প্রীতি দূত বাউলকে দেখে জেলায় জেলায় মানুষ তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন, কেউ করেন নমস্কার কেউ করেন সালাম। সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে স্বপন বাউল বলেন, সবসময় খবরের কাগজে টিভি চ্যানেলে রাজ্যের যেখানে সেখানে যে কোনও বিষয়ই হোক শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে দেখে ঘরে চুপ করে বসে থাকি না। আমি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার দেওয়া একতারা কোল ডুগি নিয়ে বেরিয়ে পরি পথে পথে বাউল গানে ও আমার সচেতন এবং প্রতিবাদী বক্তব্যে শান্তি সম্প্রীতিময় রাজ্য, দেশ বিদেশ গড়ার লক্ষ্যে।

# সুজাপুর ঈদগাহ নয়া মৌজার মাঠে আয়োজিত নমাজ পাঠের অনুষ্ঠান

## শুভেচ্ছা জানালেন ঈশাখান চৌধুরি ও মৌসম নূর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** সোমবার সকাল থেকেই মালদা জেলা জুড়ে পৃথক স্থানে নমাজ পাঠের মাধ্যমেই শুরু হল ইদের উৎসব। প্রতিবছরের মতো এবছরও কালিয়াচক ১ ব্লকের সুজাপুর ঈদগাহ নয়া মৌজার মাঠে লক্ষাধিক মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষেরা জমায়েত হয়েছিলেন নমাজ পাঠের জন্য। দেশের সর্ববৃহৎ নামাজ পাঠের স্থান হিসেবে পরিচিত রয়েছে সুজাপুরের নয়ামৌজা ঈদগাহ মাঠটি। এদিন সকাল থেকেই নতুন পোশাক পরে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুজাপুরের এই মাঠে নমাজ পাঠের জন্য উপস্থিত হন। পাশাপাশি এদিন মালদা শহরের মুসলিম মহিলা জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে হায়দারপুর এলাকায় মসজিদ প্রাঙ্গণে নমাজ পাঠের আয়োজন করা হয়। এই নমাজ পাঠে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ও আশেপাশে এলাকার মহিলারা উপস্থিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বয়সি মহিলা ও গৃহবধূরা হায়দারপুর এলাকায় নমাজ পাঠের অংশ নেওয়ার পাশাপাশি একে অপরকে

ঈদের শুভেচ্ছা জানান। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল দলের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গায়েত্রী ঘোষ।

এদিকে মালদা শহরের স্টেশন রোড সংলগ্ন সুভাষপল্লি এলাকার মাঠেও পীর সাহেবের মাজারের সামনেও নমাজ পাঠের আয়োজন করা হয়। সেখানেও শতাধিক মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষেরা নমাজ পাঠে সামিল হন। এই নমাজ পাঠ স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর গৌতম দাস, শুভময় বসু, উদয় চৌধুরী সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে পুরসভার কাউন্সিলরদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষেরা।

এদিকে বাড়িতেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়েই ইদের নমাজ পাঠ এবং ইদ ইল ফিতর উৎসবে মাতলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সোমবার গোটা দেশ জুড়েই সাড়ম্বরে পালিত হয় ঈদ উৎসব। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এদিন মোথাবাড়ি এলাকায় মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন তার দুই ছেলেমেয়ে, স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের নিয়েই বাড়িতেই ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এদিন সকালে বাড়িতেই সকল সদস্যদের উপস্থিতিতেই নামাজ পাঠ করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এরপর মিষ্টিমুখ ও শুভেচ্ছা বার্তা একে অপরকে জানানো হয়।

এদিন ইংরেজবাজারের কোতুয়ালি এলাকার গনিখান চৌধুরির বাসভবনেও কংগ্রেস এবং তৃণমূল সাংসদ দুই ভাইবোন ঈশাখান চৌধুরি ও মৌসম নূর একসঙ্গে ইদের নামাজ পাঠ করেন। পাশাপাশি ইদ উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

# দেশে সম্প্রীতি অটুট রাখার বার্তা দিয়ে কাঁকসার দানবাবা মাজারে নমাজ পড়লেন দশ হাজারেরও বেশি মানুষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** প্রতি বছরের মতো এবছরও কাঁকসায় প্রথা মেনে কাঁকসার দানবাবা মাজারে ইদের নমাজ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই মতো সোমবার সকালে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০ হাজারের বেশি ইসলাম ধর্মের মানুষ ইদ উপলক্ষ্যে নমাজ পড়তে হাজির হন দানবাবা মাজারে। এদিন নির্ধারিত সময়ে সকাল ৮টায় শুরু হয় নমাজ। নমাজের পর একে ওপরকে আলিঙ্গন করে ইদের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি এদিন কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে দানবাবা সেবা কমিটিকে ও মৌলবী সাহেবকে ফুলের তোড়া ও ফল মিষ্টি দিয়ে ইদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। ইমাম বলেন, বিশ্বের সকল মানুষ যাতে সুস্থ থাকে ভারতবর্ষে সকল ধর্মের মানুষ এক হয়ে শান্তিতে বসবাস করে ও দেশে যাতে সম্প্রীতি বজায়

থাকে সেই প্রার্থনা করেছেন এদিন।

কাঁকসা দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য পিরু খান বলেন, কাঁকসায় প্রতি বছর শান্তিপূর্ণভাবেই ইদের অনুষ্ঠান যেমন হয়। এই বছরও শান্তিপূর্ণ ভাবে ইদের অনুষ্ঠান ও নামাজ হয়েছে। সকল মকনুষের জন্য সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। নমাজের শেষে হিন্দুরা তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। এটাই পানাগড়ের ঐতিহ্য। এখানে সবাই সবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সামিল হয়। এই সম্প্রীতি এখানে চিরকাল অটুট থাকবে। যদিও এদিন যাতে রাস্তায় কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য যেমন রাস্তায় অতিরিক্ত পরিমাণে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। অন্যদিকে এদিন সকাল থেকেই দানবাবা মাজারের চারপাশে কড়া নিরাপত্তা ছিল পুলিশের।

# বেআইনি মদ বিক্রির প্রতিবাদে আবগারি দপ্তরের আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** বেআইনি মদ বিক্রি ও তৈরির বিরুদ্ধে এবার রুখে দাঁড়ালেন গ্রামের প্রমিলা বাহিনী সহ গ্রামবাসী। আবগারী দপ্তরের পুলিশ আধিকারিককে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ ব্লকের তিরোল অঞ্চলে। সোমবার দুপুরে গ্রামের মহিলারা টোটো ভর্তি চোলাই মদের বোতল থেকে শুরু করে দেশি বিদেশি মদ গ্রামে প্রবেশ করার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলে। অভিযোগ বার বার আবগারি দপ্তরে ফোন করার পরেও কোনও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়নি। অনেক দেরি করে আবগারি দপ্তরের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে

গ্রামের মানুষ ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। উত্তেজিত হয়ে গ্রামের মহিলারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে টোটে গাড়ি থেকে মদের বোতল নিয়ে রাস্তায় আছাড় মারতে থাকে। এই সময় আবগারি দপ্তরে পুলিশ আধিকারিক শুভাশিস হালদার হেলমেট পড়ে গেলে গ্রামের মানুষ উনার হেলমেট খেলার দাবি জানায়। বিক্ষোভের মুখে পড়ে আবগারি দপ্তরের পুলিশ হেলমেট খুলতে বাধ্য হয়। জানা গেছে, গ্রামের মহিলারা রাস্তায় টোটো গাড়ি দাঁড় করিয়ে মদের পেটি থেকে দেশি-বিদেশি মদের বোতল নিচ্ছেন আর রাস্তায় আছাড় দিচ্ছেন। মদের বোতল ভাঙছেন। এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে আরামবাগ থানা থেকে পুলিশ গিয়ে হাজির হয়। আরামবাগের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের মইগ্রামে বেআইনিভাবে মদবিক্রির অভিযোগে রুখে দাঁড়ান মহিলারা। আরামবাগ আবগারি দপ্তরের মদতেই গ্রামে মদের ব্যবসা চলছে এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ গ্রামের পুরুষরা মদে আসক্ত হয়ে গিয়ে তাদের সমস্ত টাকা-পয়সায় মদ খেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে। এমনকী বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের মারধর করছে। বারবার পুলিশকে জানিয়েও কোনো কাজ না হওয়াতেই এবার রুখে দাঁড়ালেন মহিলারা। এই বিষয়ে ওই গ্রামের বাসিন্দা আশিসবাবু বলেন, প্রত্যেকদিন গ্রামের তিন ব্যক্তি মদ ব্যবসা করে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে আবাগরি দপ্তরে ফোন করেছি। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ হয়নি। আজ গ্রামের মহিলারা রুখে দাঁড়িয়েছেন। এলাকার বহু যুবকের মদ খেয়ে কিডনির সমস্যা হয়ে গেছে। অপরদিকে আরামবাগ আবাগারি দপ্তরের ওসি শুভাশিস হালদার বলেন, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে গেলেও কোনও কিছু উদ্ধার হয়নি। লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

# আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার তৈরি করতে গিয়ে দুই নির্মাণ কর্মীর মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারে দুই নির্মাণ কর্মীর মৃত্যু। বিষাক্ত গ্যাস থেকে এই মৃত্যুর ঘটনা। আসানসোল দমকল বাহিনী ও স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে।

ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার আসানসোল হিরাপুর থানার অন্তর্গত ইসমাইল ৬০ ফুট রাস্তার রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে। একটি পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন করে বাড়ি তৈরি হচ্ছিল। তার আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারের ভিতরে দুই নির্মাণ কর্মী কাজ করছিল। বেশ কিছুক্ষণ যখন দু'জনেরই কোনও আওয়াজ বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা পাচ্ছিল না। তখন তারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারা চলে আসে। একটু পরে আসানসোল থেকে দমকল বাহিনীও যায়। ঘটনাস্থলে আসে হিরাপুর থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ প্রচেষ্টার পর দমকল বিভাগ দুইজনকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠালে তাদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আন্ডার গ্রাউন্ড রিজার্ভারে বিষাক্ত গ্যাস থেকেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান।

প্রথমে মিস্ত্রি ওই রিজার্ভারে নেমে কাজ করছিল। দীর্ঘক্ষণ তার সাড়া শব্দ না পেয়ে সহকারী নির্মাণ কর্মী উঁকি মেরে দেখেন মিস্ত্রি নিচে লুটিয়ে পড়ে আছে। তাকে উদ্ধার করতে নামে সহকারী নির্মাণ কর্মী। ওই নির্মাণকর্মীও গ্যাস লেগে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী রিজার্ভারে জল ভরে মৃতদেহ দুটি তুলে আনে।

# ইদে শুভেচ্ছা বিনিময় ও পাম্প উপহার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** সোমবার পবিত্র ইদ উপলক্ষে জেলা জুড়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এদিন গড়বেতা ৩ ব্লকের নবকোলা ও আধারনয়ন এলাকার বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে পবিত্র ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে বেশ কিছু উপহার সামগ্রী তুলে দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি। ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক রাজীব ঘোষ, বিশ্বজিৎ সরকার, সুশান্ত সিংহ সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতাকর্মী। অন্যদিকে, মেদিনীপুর শহরের নীলবাড়ি কবরস্থানে সাবমার্শিবল পাম্পের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুজয় হাজরা। বিধায়ক জানান, মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কবরস্থানে জলের জন্য একটি পাম্প বসানোর আবেদন জানানো হয়েছিল। পবিত্র ইদের দিনে পাম্প উদ্বোধন করা হয়েছে।

# তালা বন্ধ ভাড়াটিয়ার বাড়িতে আগুন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল:** বাড়িতে আগুন। গৃহকর্তা এবং গৃহকর্তির অনুপস্থিতিতে তালা বন্ধ বাড়িতে হঠাৎ করে আগুন লাগে। আসানসোলের পুরনিগমের ৮৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পল্লির কোড়া পাড়ায় একটি বাড়িতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলেই দমকলের কর্মীরা পৌঁছয় কিন্তু সংকীর্ণ গলিতে দমকলের ইঞ্জিন ঢুকতে পারেনি। দমকল কর্মীরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা বালতি করে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির আসবাব পত্র পুড়ে গেছে। তবে কোনও হতাহত হয়নি। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই বাইরে কাজ করেন। ভাড়া বাড়িতে থাকেন। স্ত্রী পরিচারিকা স্বামী গাড়ি চালক। দু'জনেই সকালে বেরিয়ে গেছিলেন নিজেদের

কাজে। যাওয়ার আগে নবরাত্রি উপলক্ষে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়ে গেছিলেন। সেখান থেকে আগুন লাগে বলে অনুমান।

# আত্মঘাতী বৃদ্ধ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক বৃদ্ধ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত খিদিরপুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই বৃদ্ধার নাম বাসুদেব সরকার (৬৬)। তাঁর বাড়ি খিদিরপুর বিবেকানন্দ পল্লি এলাকায়। পরিবারের লোকেরা তাঁর ঘরে ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। তড়িঘড়ি থাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। মূলত, মানসিক অবসাদের জেরেই তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলেই পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও পুরো বিষয়টির খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

# সারমেয়দের জন্য মুরগির মাংস ও ভাতের ভূরিভোজ করিয়ে জন্মদিন পালন শ্যামলী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** পথকুকুর বা সারমেয়দের একেবারে মুরগির মাংস ও ভাতের ভূরিভোজ করিয়ে এক অভিনব জন্মদিন পালন করলেন পাণ্ডবেশ্বরের বছর কুড়ির শ্যামলী মণ্ডল।

শ্যামলী মণ্ডল, পাণ্ডবেশ্বরের রামনগর পোস্ট অফিস পাড়ার বাসিন্দা। দুর্গাপুরের মাইকেল কলেজের অ্যাকাউন্টেন্সি অনার্সের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। বাড়িতে রয়েছে বাবা, মা ও দাদা। ছোটবেলা থেকেই পথ কুকুর বা সারমেয়দের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে শ্যামলীর। বাড়িতে আছে একটি জার্মান শেফার্ড। তবে শুধু বাড়ির নয়, রাজ্য স্তাঘাটের সারমেয়দেরও ভালোবাসে শ্যামলী।

চলতি মাসের সোমবার ঘটা করে আয়োজন হয় শ্যামলীর জন্মদিন। সেজন্য রবিবার রাতে সারমেয়দের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল ভূরিভোজের। ছিল পেট পুরে মুরগির মাংস আর ভাত। রামনগর ছাড়াও ফুলবাগান মোড়, সিনেমা হল মোড়, পাণ্ডবেশ্বর রেলস্টেশন এলাকার প্রায় ১০০টি

সারমেয়কে রবিবার রাতে নিজের হাতে খাওয়ায় শ্যামলী। লকডাউনের সময় প্রায় দু'বছর এলাকার পথ কুকুরদের জন্য এক বেলা খাবার ব্যবস্থা করেছিল শ্যামলী। এছাড়াও আহত, অসুস্থ, আক্রান্ত সারমেয়দের পাশেও দাঁড়াতে দেখা যায় তাকে। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়ে নিজে শুশ্রূষা করে তাদের সুস্থ করে তোলে। সেজন্য এলাকায় কোনও সারমেয় অসুস্থ হলে স্থানীয়রা শ্যামলীর দ্বারস্থ হন।

শ্যামলী জানান, পশু চিকিৎসক পাণ্ডবেশ্বরের বর্ষা দত্ত, রানিগঞ্জের বিষ্ণু ঘোষ এই কাজে তার অনুপ্রেরণা। বাড়িতে যেকোনও শুভ কাজের আগে সারমেয়দের জন্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাদের খাইয়ে বাড়ির শুভ কাজ শুরু হয় বলে জানান শ্যামলী।

# জৌলুশ হারালেও আরামবাগের ঐতিহ্যবাহী দিঘির মেলা চলছে রমরমিয়ে

**মহেশ্বর চক্রবর্তী**

**আরামবাগ:** শুরু হয়ে গেছে আরামবাগ মহকুমা তথা হুগলি জেলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী দিঘির মেলা। কত ইতিহাস আর কত ঘটনা জড়িয়ে থাকা হুগলি জেলার আরামবাগের ডিহিবয়রার রাজা রণজিৎ রায়ের চালু করা দিঘির মেলার ঐতিহ্য এখনও বজায় থাকলেও জৌলুশ হারিয়েছে মেলার। তবে এখনও রাজার খনন করা দিঘির পাড়ে ঐতিহ্য মেনে মা দুর্গার পুজোপাঠ ও মেলা হয়ে চলেছে। দিঘির মেলায় মূলত পাকা কাঁচকলা বিক্রি হত। সেই জৌলুশ আর নেই বললেই চলে। কমে গিয়েছে মুদিখানার সরঞ্জাম, কাঠের দরজা-জনালা-খাটের পসরা, তাল পাতার পাখা, মাছ ধরার ফলুই বিক্রি। তবে আরামবাগের ডিহিবয়রা গ্রামের প্রাচীন এই মেলায় শাঁখা-সিঁদুর ব্যবসাটি শুধু এখনও চোখে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গড়বাড়ির রাজা

রণজিৎ রায়ের খনন করা দিঘির পাড়ে আমবারুণী উপলক্ষ্যে এই মেলা বসে। কথিত আছে রাজার শিশু কন্যা আমবারুণীর দিন ওই দিঘিতে ডুবে মারা যায়। ডুবে যাওয়ার আগে সে এক শাঁখারির কাছে শাঁখা পরে। ওই শাঁখারি রাজাকে রাজকন্যার দিঘির জলে অন্তর্ধানের খবর দিয়ে শাঁখার দাম চান। রাজা দিঘির কাছে মেয়েকে হাঁক দিয়ে ডেকে, সে কেমন শাঁখা পরেছে দেখতে চান। তখন শাঁখা পরা হাত দু'টি জলের উপরে দেখা যায় বলে কথিত আছে। সেই শাঁখা পরা হাত দেখতে এতই ভিড় হয় যে, সেদিন থেকেই মেলা চালু হয়। তখন থেকেই বারুণীর দিন ওই দিঘিতে স্নানের রেওয়াজ চালু হয়।

দিঘির পাড়ে মা দুর্গার পুজোপাঠ শুরু হয়। রায় পরিবার বংশপরম্পরায় শুনে এসেছেন; এই দিঘি খনন হয় মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে। দলিলে দিঘিটির জল এলাকা ১২ একর ৭২ শতক। চারদিকের পাড় এলাকা ১২ একর ৮৪ শতক জায়গা নিয়ে। প্রায় ৫০ বছর আগে পর্যন্ত পুকুরের চার পাড় জুড়ে মেলাটা বসত। পশ্চিম পাড়ে হাত পাখা, ময়না-টিয়া সহ নানা পাখি, আর মুদিখানার যাবতীয় সরঞ্জাম, পূর্ব পাড়ে শুধু পাকা কাঁচকলা এবং জিলিপি, দক্ষিণ পাড়ে থাকত মাদুর, ফলুই, কাঠের দরজা-জানালা-খাট ইত্যাদি। উত্তর পাড়ে থাকত মিশ্র দোকান যেমন লাঙ্গল, জোয়াল, গরুর গাড়ির চাকা, নানা ধরনের মিস্ত্রিদের যন্ত্রপাতি, কাচের চুড়ি, কড়াই ইত্যাদি। দিঘির মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল; পাকা কাঁচকলা মুড়িতে মাখিয়ে খাওয়া। এছাড়া মেলা থেকে সারা বছরের মুদিখানার শুকনো লঙ্কা, গোটা হলুদ, জিরে, ধনে, পোস্ত, ডাল ও কলাই কিনে নিয়ে গরুর গাড়িতে ফিরে যেতেন মানুষ। বর্ধমান-বাঁকুড়া এবং অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা থেকেও গরুর গাড়ি নিয়ে দর্শনার্থীরা আসতেন। বর্তমানে এইসব অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। তবে এখনও মেলা হয়। দিঘির এক পাড়ে রাজ্য সড়কের দুই ধারে এবং দিঘি সংলগ্ন মাঠে। জানা গিয়েছে, মেলার ট্রাস্টি তথা রায় পরিবারের বর্তমান ২৮টি শরিক রয়েছেন।

# বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করতে সোমবার বিকেলে ঝাড়গ্রাম শহরের তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত হল ঝাড়গ্রাম জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। জানা গেছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় সংগঠন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আগামী দিনে কি কি দলীয় কর্মসূচি নেওয়া হবে সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষা কুনামি হাঁসদা বলেন, আগামী

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য অঞ্চলে আঁচল, 'তোমার ঠিকানা, উন্নয়নের নিশানা' সহ একাধিক কর্মসূচি। প্রতিটি ব্লক থেকে শুরু করে পুরসভা এলাকায় আয়োজিত হবে এই ধরনের কর্মসূচি। তারই প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করা হয় সোমবার। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী নিয়তি মাহাতো, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষা কুনামি হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান কবিতা ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

# শাহরুখের শহরেই হার বাদশাহের কেকেআরের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সামনে পড়লেই কেঁপে যায় কলকাতা নাইট রাইডার্স।

সোমবার টসের সময় যে ভাবে অজিঙ্ক রাহানে বলেছিলেন যে, তিনি পিচের চরিত্র কেমন তা নিয়ে নিশ্চিত নন। অশনি সঙ্কেত দেখা গিয়েছিল তখনই। রাহানে মুম্বইয়ের ছেলে। সেখানেই তাঁর জন্ম। ওয়াংখেড়ে তাঁর ঘরের মাঠ। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি মুম্বইয়ের অধিনায়ক। সেই রাহানেই বলছেন ওয়াংখেড়ের পিচ বুঝতে পারেননি তিনি। তা হলে বাকি দল কী করে বুঝবে? ফল, ১১৬ রানে শেষ কলকাতার ইনিংস। মুম্বই জয়ের রান তুলে নেয় ৪৩ বল বাকি থাকতেই।

কেকেআরের অন্যতম মালিক শাহরুখ খান। বলিউডের 'কিং খান'এর কর্ম জীবন মুম্বইয়ে। যে কারণে মুম্বই বনাম কলকাতা ম্যাচ শাহরুখের কাছে অনেকটাই সম্মানের লড়াই। সোমবার দল জেতার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে তিনি ওয়াংখেড়ে আসার কথা যে ভাবতেন না, তা হলপ করে বলা কঠিন। কিন্তু তেমন কোনও পরিস্থিতি তৈরি হল না।

দিনটা ছিল অভিষেককারী পেসার অশ্বনী কুমারের। আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে প্রথম বলেই তুলে নেন রাহানের উইকেট। যে রাহানে ওয়াংখেড়েতেই খেলে বড় হয়েছেন। ওয়াইড লেংথে বল ছিল। রাহানে শরীরের থেকে দূরে ব্যাট চালালেন। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ গেল তিলক বর্মার হাতে। প্রথমে ফস্কালেও দ্বিতীয় চেষ্টায় বল ধরেন তিনি। আইপিএলে জীবনের প্রথম বলেই উইকেট। তা-ও আবার বিপক্ষ দলের অধিনায়কের। কথায় বলে, সকাল বুঝিয়ে দিন কেমন যাবে। সেটাই হল। অশ্বনী তাঁর স্পেল শেষ করলেন ৩ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে। তুলে নিলেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে নামা মণীশ পাণ্ডে (১৯) এবং অভিজ্ঞ আন্দ্রে রাসেলের (৫) উইকেট। বাঁহাতি অশ্বনী কলকাতার অশনি সঙ্কেত হয়ে রইলেন।

শুরুটা করেছিলেন ট্রেন্ট বোল্ট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিউ জল্যান্ডের বাঁহাতি পেসার। বিভিন্ন দেশে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলেন। তিনি প্রথম ওভারেই বোল্ড করেন সুনীল নারাইনকে (০)। পরের ওভারে

দীপক চহর তুলে নেন কুইন্টন ডি'ককে (১)। তৃতীয় ওভারে আউট হন রাহানে (১১)। প্রতি ওভারে একটি করে উইকেট হারায় কলকাতা। কে ধরবেন আর কে রান তোলার চেষ্টা করবেন বুঝতে বুঝতেই চলে যায় চতুর্থ উইকেট। চহরের বলে অদ্ভুত ভাবে ব্যাট চালিয়ে ক্যাচ দেন ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার বেঙ্কটেশ আয়ার (৩)। পাওয়ার প্লে-র মধ্যে চার উইকেট হারিয়ে কেকেআর তখন চরম সঙ্কটে। ত্রাতা হতে পারেননি অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (২৬), রিঙ্কু সিংহ (১৭), রমনদীপ সিংহেরাও (২২)।

মুম্বই ছ'জন বোলারকে বল করায়। প্রত্যেকেই উইকেট পেয়েছেন। অশ্বনী একাই নেন চারটি। দু'টি উইকেট নেন চহর। একটি করে উইকেট নেন বোল্ট, হার্দিক পাণ্ড্য, বিগ্নেশ পুতুর এবং মিচেল স্যান্টনার।

প্রথম ইনিংসেই ম্যাচের ফল বোঝা হয়ে গিয়েছিল। ওয়াংখেড়ের মাঠে ১১৭ রান তাড়া করা খুব কঠিন নয়। আর দলে যদি রোহিত শর্মা (১৩), রায়ান রিকেলটন, উইল জ্যাকস (১৬), সূর্যকুমার যাদবের মতো ক্রিকেটারেরা থাকেন, তা হলে তো আরও সহজ।

সোমবারের ম্যাচে কলকাতার পরিকল্পনার অভাব ছিল স্পষ্ট। রাহানে পিচ বুঝতে না পারায় দলে দু'জন পেসার রেখেই নেমেছিলেন। ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে মণীশ পাণ্ডেকে নামাতে হয় লজ্জা ঢাকতে। কিন্তু লজ্জা তো ঢাকেইনি, উল্টে এক জন বোলার কমে যায় কেকেআরের। কারণ মণীশকে নামানোর পরিকল্পনা ছিল না। বল করার সময় বৈভব আরোরাকে হয়তো নামাতো। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ফল, এক জন পেসারের অভাব বোধ করল দল। মুম্বইয়ের পিচে কেকেআরের প্রধান শক্তি (স্পিন) সে ভাবে দাপট দেখাতে পারল না। নিজেদের শক্তি অনুযায়ী পিচ বানিয়ে সফল মুম্বই।

এ বারের আইপিএলে প্রথম তিন ম্যাচে দু'টি হার কেকেআরের। পরের ম্যাচ বৃহস্পতিবার। ঘরের মাঠে খেলবে কলকাতা। সেখানে কী পছন্দের পিচ পাবেন রাহানেরা?

# জোকোভিচকে শততম শিরোপা থেকে বঞ্চিত করা অখ্যাত তরুণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এই না হলে কি আর তিনি মহাতারকা! হাঁটুর বয়সী এক ছেলের কাছে হেরে যাওয়ার পর চোখের সমস্যাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাতে চাননি নোভাক জোকোভিচ। এটা সত্য এবং সবাই দেখেছেনও যে জোকোভিচ মায়ামিতে আজ এটিপি মাস্টার্স ১০০০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে চোখে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ নিয়ে খেলেছেন। কিন্তু সেটাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে কৈশোরের প্রান্তে থাকা ইয়াকুব মেনসিকের কীর্তিকে কোনোভাবেই ছোট করতে চাননি জোকোভিচ।

মেনসিকের কাছে ৭,৬ (৭,৪), ৭,৬ (৭,৪) গেমে হারার পর ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে সার্বিয়ার টেনিস তারকাকে যখন চোখের সমস্যার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তিনি উল্টো সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার জন্য এটা দুর্ভাগ্যের। দুটি টাইব্রেকার, বৃষ্টির কারণে (৬ ঘণ্টা) দেরিতে শুরু হওয়া অদ্ভুত এক ম্যাচ, অদ্ভুত এক দিন। আমিও কোর্টে সেরা ছন্দে ছিলাম না; কিন্তু যা

হয়েছে তো হয়েছেই। তার জয়টাকে ছোট করার কিছু নেই।' জোকোভিচ এরপর যোগ করেন, 'সত্যি আমি এসব (চোখের সমস্যা) নিয়ে কথা বলতে চাই না। কিছু বিষয় ছিল, কিন্তু তা বলতে চাই না...শুধু তাকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমি এমন কিছু বলতে চাই না, যেটাকে অজুহাত মনে হয়।'

জোকোভিচ এটিপি মাস্টার্স ১০০০ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলতে নেমেছিলেন একটা মাইলফলক স্বপ্ন নিয়ে। ফাইনাল জিতলেই জিমি কোনর্স (১০৯) ও রজার ফেদেরারের (১০৩) পর তৃতীয় খেলোয়াড় ক্যারিয়ারে শততম শিরোপার স্বাদ পেতেন। সেটি হয়নি বলে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেই কষ্ট চেপেই হয়তো সার্বিয়ান তারকা বললেন, 'হারতে কখনোই ভালো লাগে না; কিন্তু সত্যি বলতে কি অল্প যে কয়েকজন খেলোয়াড়ের কাছে হেরেও ভালো লাগতে পারে, তাদের মধ্যে সে একজন।' মেনসিকের কাছে হেরেও 'শান্তি'র কারণটাও জানিয়েছেন জোকোভিচ, 'তার যখন ১৫ বা ১৬ বছর বয়স, তখন থেকে তাকে খেলতে দেখছি এবং একবার তাকে আমি আমন্ত্রণও জানিয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে অনুশীলন করেছিলাম।'

# কলকাতাকে ধসিয়ে দিলেন মুম্বইয়ের অশ্বনী কুমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** আইপিএলের প্রথম ম্যাচে অনামী বিগ্নেশ পুতুরকে নামিয়ে চমকে দিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। প্রথম ম্যাচেই তিন উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ঘরের মাঠে সোমবার মুম্বই আবার চমক দিল অখ্যাত অশ্বনী কুমারকে খেলিয়ে। বাঁ হাতি জোরে বোলার নিলেন চার উইকেট। একাই ধসিয়ে দিলেন কেকেআরের ব্যাটিং। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অশ্বনীর বোলিংয়ের সামনে কেঁপে গেল কেকেআর। ম্যাচের মাঝে অশ্বনী জানালেন, স্রেফ কলা খেয়ে কলকাতার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন!

জোরালো গতি, বাউন্সার দেওয়ার ক্ষমতা, গতির হেরফের এবং চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য পরিচিত অশ্বনী। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে উঠে এসেছেন ঠিকই। তবে বেশির ভাগ উঠতি ক্রিকেটারের মতো তিনিও রাজ্যভিত্তিক টি-টোয়েন্টি লিগের ফসল।

পঞ্জাবের মোহালির ঝনজেরীতে জন্ম ২৩ বছরের অশ্বনীর। ১৮ বছর বয়সে পঞ্জাবের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেন। ২০ বছর বয়সে এক দিনের ক্রিকেট এবং পরের বছর টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক হয়। তবে পঞ্জাবের নিজস্ব টি-টোয়েন্টি লিগ শের-ই-পঞ্জাব টি২০ ট্রফি খেলে উঠে এসেছেন তিনি। পঞ্জাবের হয়ে এখনও পর্যন্ত দু'টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ এবং চারটি করে এক দিনের ম্যাচ ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৩ সালে একটি ম্যাচ রাতারাতি শিরোনামে তুলে আনে অশ্বনীকে। সেই ম্যাচে শেষ ওভারে জেতার জন্য বিপক্ষ দলের আট রান দরকার ছিল। অশ্বনী চার রান দেন। একটি উইকেটও তুলে নেন। পরের ম্যাচে প্রথম দু'ওভারে ৩৩ রান দেন। তবে শেষ ওভারে চাপের মুখে মাথা ঠান্ডা রেখে দলকে এক রানে জেতান।

শের-ই-পঞ্জাব টি২০ ট্রফিতে অশ্বনীর একের পর এক ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স দেখে পঞ্জাব নির্বাচকেরা নড়েচড়ে বসেন। তাঁকে পঞ্জাবের সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দলে নেওয়া হয়। সেখানে খারাপ খেলেননি। বিজয় হজারের দলেও সুযোগ পান। সেখানে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে তিনটি উইকেট নেন।

মুম্বইয়ের স্কাউটেরা সারা বছরই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লিগ দেখে সেখান থেকে ক্রিকেটার তুলে আনেন। ভিগনেশ বা সত্যনারায়ণ রাজুরা যে ভাবে স্থানীয় টি-টোয়েন্টি লিগ থেকে উঠে এসেছেন, সে ভাবে পঞ্জাবের লিগ থেকে তুলে আনা হয়েছে অশ্বনীকে। মহা নিলামে তাঁকে ৩০ লাখ টাকায় কিনেছে মুম্বই। প্রথম ম্যাচেই আইপিএলের উঠতি তারকা হয়ে গেলেন তিনি। সোমবারের ম্যাচে বল করার আগেই নজরে আসেন অশ্বনী। দ্বিতীয় ওভারে দারুণ একটি ক্যাচ নিয়ে ফেরান কুইন্টন ডি'ককে। বল করতে এসে প্রথম বলেই ফিরিয়ে দেন

কেকেআরের অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানেকে। এর পর নিজের দ্বিতীয় ওভারে পর পর ফিরিয়ে দেন রিঙ্কু সিংহ এবং মণীশ পাণ্ডেকে। অশ্বনীর বলে স্টাম্প ছিটকে যায় আন্দ্রে রাসেলের। তবে ১৫তম ওভারে রমনদীপ সিংহের একটি সহজ ক্যাচ ফেলেন। না হলে ১০০ রানেই অলআউট হয়ে যায় কেকেআর।

আইপিএলের প্রথম ভারতীয় বোলার হিসাবে অভিষেক ম্যাচেই চার উইকেট নিলেন অশ্বনী। চতুর্থ বোলার হিসাবে অভিষেক ম্যাচের প্রথম বলেই উইকেট নিলেন। এর আগে এই নজির রয়েছে আলি মুর্তাজা (২০১০), আলজারি জোসেফ (২০১৯) এবং ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের (২০২২)।

ম্যাচের বিরতির সময় সঞ্চালকদের সামনে এসেছিলেন অশ্বনী। সেখানে মেনে নিলেন, অভিষেকের আগে চাপে ছিলেন। কিন্তু দলের ক্রিকেটারেরা তাঁর পাশে দাঁড়ানোয় কোনও কিছুর অভাব বুঝতে পারেননি। এর পরেই হর্ষ ভোগলে প্রশ্ন করেন, দুপুরে কী খেয়েছিলেন অশ্বনী? হাসতে হাসতে পঞ্জাবের ক্রিকেটারের উত্তর, তআসলে চাপে ছিলাম বলে ভাল করে কিছু খেতেই পারিনি। স্রেফ একটা কলা খেয়ে এসেছি। আসলে খুব একটা খিদে পাচ্ছিল না।দ

আগে থেকে পরিকল্পনা করেই তাঁকে নামানো হয়েছিল বলে জানিয়েছেন অশ্বনী। তাঁর কথায়, আগে থেকে পরিকল্পনা করেই আমাকে নামানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল, অভিষেক ম্যাচ স্রেফ উপভোগ করতে। যে ভাবে এত দিন বল করে এসেছি, সে ভাবেই যেন বল করি। হার্দিক ভাই পরামর্শ দিয়েছিল শর্ট বল করতে এবং ব্যাটারের শরীর লক্ষ্য করে বল করতে। সেটা করেই উইকেট পেয়েছি।

সোমবার ইন্ডিয়ান ওমেন লিগে ইস্টবেঙ্গল এফসি এবং হোপস এফসি-র খেলায় হোপস এফসিকে ৬-১ গোলে হারিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দল।

## একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

# দান্তেওয়াড়ায় এনকাউন্টারে খতম মহিলা মাওবাদী কমান্ডার

**রায়পুর, ৩১ মার্চ:** মাওবাদী দমন অভিযানে ফের বড় সাফল্য। সোমবার সকালে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ায় নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে মৃত্যু হয়েছে মাওবাদী কমান্ডার রেনুকার। দীর্ঘদিন ধরে গোয়েন্দাদের হিটলিস্টে ছিলেন এই মহিলা কমান্ডার। তাঁর মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। এনকাউন্টারে তাঁর মৃত্যুকে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে নিরাপত্তাবাহিনী।

পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে খবর এসেছিল বিজাপুর জেলার দান্তেওয়াড়ায় ছত্তিশগড়-কর্নাটক সীমান্তবর্তী জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে মাওবাদীরা। নিশ্চিত খবরের ভিত্তিতে সোমবার অভিযানে নামে নিরাপত্তা বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। নিরাপত্তাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করে রেনুকা। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। দীর্ঘক্ষণ দুপক্ষের গুলির লড়াই চলার পর গুলিতে মৃত্যু হয় রেনুকার। মৃত ওই মাওবাদীর কাছ থেকে একটি ইনসাস রাইফেল-সহ আরও বহু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তেলঙ্গানার ওয়ারাঙ্গাল জেলার বাসিন্দা ছিলেন রেনুকা ওরফে বানু। দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। পাশাপাশি মাওবাদীদের মিডিয়া সেলের ইনচার্জের দায়িত্বে ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তাবাহিনীর হিট লিস্টে ছিলেন এই মাওবাদী। তাঁর খোঁজ পেতে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করে প্রশাসন। অবশেষে তাঁর মৃত্যু বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে প্রশাসন।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মাওবাদীমুক্ত ভারত গড়ার ঘোষণা সংকল্প নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২০২৩ সালে ছত্তিশগড়ে বিজেপির সরকার ক্ষমতায় আসতেই সেই লক্ষ্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। শুক্রবার রাত থেকে চলা অভিযানে ১১ জন মহিলা কমান্ডার-সহ মোট ১৭ জন

মাওবাদীকে নিকেশ করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। মাত্র ২ দিনের ব্যবধানে বড় মিলল বড় সাফল্য। এদিকে রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরে শুধু বস্তার রেঞ্জে এখনও পর্যন্ত ১১৯ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে।

# দিল্লির রাস্তায় শিশুকে পিষে মারল গাড়ি

**নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ:** ইদের আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল শোকে। ইদ উপলক্ষে নতুন জামা পরে রাস্তায় খেলছিল দু'বঝরের শিশু। অভিযোগ, সেই সময় রাস্তায় চলে আসে একটি গাড়ি। শিশুকে চাপা দিয়ে চলে যায় গাড়িটি। জানা গিয়েছে, গাড়িটি চালাচ্ছিল ১৫ বছরের এক নাবালক। ঘটনায় নাবালকের পিতাকে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। পুরো ঘটনাটি স্থানীয় সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে।

রবিবার দিল্লির পাহাড়গঞ্জ এলাকায় ঘটেছে দুর্ঘটনা। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, আনাবিয়া নামে শিশুটি রাস্তায় খেলা করছিল। সে সময় সরু গলি দিয়ে আসছিল গাড়িটি। আনাবিয়াকে রাস্তায় দেখে গাড়িটি একবার থমকে যায়। তার পর আবার চলতে শুরু করে। মনে করা হচ্ছে, চালক বুঝতেই পারেনি যে শিশুটি তখনও রাস্তায় বসে রয়েছে। আনাবিয়ার উপরে সে গাড়ি তুলে দেয় বলে অভিযোগ। তা দেখে ছুটে আসেন উপস্থিত লোকজন। গাড়িটি আবার

পিছিয়ে যায়। রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয় শিশুটিকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটিকে কাছে এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুটির বাড়িতে ইদের উদযাপনের তোড়জোড় চলছিল। নিমেষে সেই আনন্দ শোকে বদলে যায়। ঘাতক গাড়ির চালক আনাবিয়ারই প্রতিবেশী। নাবালকের বাবা পঙ্কজ আগারওয়ালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

লিজ (৩ বছর পর্যন্ত)/লিভ অ্যান্ড লাইসেন্স (১১ মাস*) – হুগলিতে জমি ও পুকুর উপলব্ধ (মৌজা– উত্তর শেওখপুর, বালি, কাপাসডাঙ্গা)। ধান চাষ (.৩–২ একর)–১,০০০*/ একর, মাছ চাষ (০.৯~৫ একর)–২,৫০০*/একর, বাগান (১ একর)–₹১,০০০। (সর্বনিম্ন ₹/মাস)। যোগাযোগ করুন ৭ দিনেঃ ৮৩৬৯৯৯৫৬১৭

# দ্বিতীয়বারের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কারে মনোনীত হলেন ইমরান খান

**ইসলামাবাদ, ৩১ মার্চ:** নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন জেলবন্দি ইমরান খান। দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য নোবেল কমিটির কাছে জেলবন্দি ইমরানের নাম প্রস্তাব করল এক সংগঠন। তবে এই প্রথমবার নয়। ইতিপূর্বে ২০১৯ সালেও নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি।

নরওয়ের রাজনৈতিক দল পারটেইট স্যানট্রামের সঙ্গে যুক্ত মানবাধিকার সংগঠন মেম্বারস অফ দ্য পাকিস্তান ওয়ার্ল্ড অ্যালায়েন্স। গত ডিসেম্বরে তৈরি হওয়া এই সংগঠন মূলত মানবাধিকারের জন্য লড়াই করে। তাদের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, 'পাকিস্তানে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইমরান খানের ভূমিকা রয়েছে। সেই অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই নোবেল শান্তি

পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করা হল।' তবে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী আদৌ এই পুরস্কার পাবেন কি না তা চূড়ান্ত হবে আটমাস পর। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত হবে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপকের নাম। উল্লেখ্য, প্রতি বছরই নরওয়ের নোবেল কমিটির কাছে কয়েকশো নাম জমা পড়ে। এবছরও তার অন্যথা হল না।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৫ অগস্ট তোষাখানা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ইমরান। প্রথমে তাঁর ঠাঁই হয়েছিল পাঞ্জাব প্রদেশের অটোক জেলে। সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তর করা হয় রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে। একাধিকবার কারাগারে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা করেছেন ইমরানের পরিবার ও সমর্থকরা। এমন পরিস্থিতিতে এবার নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন তিনি।

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Value of Work |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/600/24-25 Dated 29.03.2025 | Construction of Concrete Road at M.M.BOSE ROAD Bye Lane at Ward no-19, Under Rajpur-Sonarpur Municipality. | Rs. 2,87,060.00 |

Bid Submission end date: **09.04.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit: **http://www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

**TENDER NOTICE**

| N.I.T No. | Name of Work | Value of Work |
|---|---|---|
| WBMAD/ULB/RSM/599/24-25 Dated 29.03.2025 | Construction of Concrete Road With Covered Drain At Natunhat, In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality (i) From Align Nursing home to H/O Nazir Mondal, (ii)From H/O Sakilur Rahaman to H/O Sk. Rabi, (iii)From Noor Islam Shop to H/O Sk. Sanowar, (iv) from H/O Mustafir to H/O Sk. Rabi. | Rs.10,24,968.00 |

Bid Submission end date: **15.04.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

# টার্গেট



## চেয়ারে বসে থাকলেই লাখপতি হওয়ার সুযোগ! আবেদন করবেন কীভাবে?

বেশি টাকা আয় করতে উৎসাহী? তাহলে এই প্রতিবেদন আপনার জন্য। এবার শুধু বসে বসে পকেট বরতে পারেন লাখ লাখ টাকা। অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে? কিন্তু সম্ভব। ৮ ঘন্টা বসে কেউ প্রচুর আয় করতে পারেন। বেঙ্গালুরুতে একটি সংস্থা 'সিট গেম' নামে একটি প্রচার শুরু করেছে, যার পোস্টার শহরজুড়ে এবং বাস-আটোতে দেখা যাচ্ছে। তাদের আকর্ষণীয় ট্যাগলাইন হল, 'আমরা এই ভ্যানে বিনিয়োগ করেছি যাতে তুমি এতে বসে এক লক্ষ টাকা আয় করতে পারো।'

টানা ৮ ঘন্টা চেয়ারে বসে থাকতে পারলেই ১ লক্ষ টাকা মিলবে। স্লিপিহেড 'সিট গেমস' নামে এই অদ্ভুত প্রতিযোগিতাটি নিয়ে এসেছে। এটি ৫ এপ্রিল বেঙ্গালুরুতে করমঙ্গলা স্টোরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিযোগিদের পা দু'টো ভাঁজ করে চেয়ারে বসতে হবে, কিন্তু সমস্যা হল- তাদের পুরো ৮ ঘন্টা না উঠে টানা এ ভাবেই বসে থাকতে হবে। যদি তারা সফল হয়, তাহলে তাদের কোটিপতি হওয়ার সুযোগ থাকবে!

### কীভাবে এই প্রতিযোগিতার ধারনা?

যখন আপনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন, তখন সময় কীভাবে চলে যায় তার টেনটিও পান না। স্লিপিহেড এই ধারনাটি গ্রহণ করেছেন এবং এটিকে একটি প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছেন। এই অনুষ্ঠানটি সুপরিচিত কন্টেন্ট নির্মাতা @bekarobar দ্বারা আয়োজিত। 'সিট গেম' প্রচারের জন্য, আপনি পুরো বেঙ্গালুরু জুড়ে পোস্টার দেখতে পাবেন। ট্যাগলাইনে লেখা আছে, 'আমরা এই ভ্যানের পিছনে বিনিয়োগ করেছি যাতে আপনি এতে বসে সম্ভাব্যভাবে এক লক্ষ টাকা জিততে পারেন।'

### কীভাবে মিলবে সুযোগ?

নাম রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ এখন খোলা আছে। সাইন আপ করতে আপনি পোস্টারের QR কোড স্ক্যান করতে পারেন, অথবা mysleepyhead.com-এ অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। স্লিপিহেড আধুনিক তরুণদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে গদি, সোফা, টেবিল এবং আসবাবের মতো বিভিন্ন পণ্য রয়েছে যা স্টাইলের সাথে আরামের মিশ্রণ ঘটায়। ডুরোফ্লেক্স গ্রুপের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা উল্লাস বিজয় বলেন, 'আমরা তরুণ ভারতের চাহিদা পূরণের জন্য স্লিপিহেড তৈরি করেছি।'

তাহলে, আপনি কি এই প্রতিযোগিতার অংশীদার হবেন? যদি আপনি মনে করেন যে, টানা ৮ ঘন্টা চেয়ারে পা মুড়ে বসে থাকতে পারবেন, তাহলে দ্বিধা করবেন না।

## সন্তানের ১৮ তম জন্মদিন থেকেই তার অবসরকে নিশ্চিত করুন

যদি একবার বিনিয়োগ করেই আপনার সন্তান কোটিপতি হতে পারে তাহলে তার থেকে বেশি ভাল আর কী হতে পারে।

প্রতিবার টাকা বিনিয়োগ না করে মাত্র একবার যদি নিজের সন্তানের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে সেখান থেকে আপনার সন্তান হতে পারে কোটিপতি। এই কাজটি করতে হবে আপনার সন্তানের ১৮ বছর বয়সেই।

আপনাকে মাসিক ১২ হাজার টাকা করে এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে হবে। সেখানে সুদের হার রয়েছে ১২ শতাংশ করে। তাহলে আপনার মোট বিনিয়োগ হবে ২৫ লাখ ৯২ হাজার করে। ক্যাপিটান গেন হবে ৫৯ লাখ ৪৮ হাজার ৭৪৩ টাকা। মোট করপাস পাবেন ৮৫ লাখ ৪০ হাজার ৭৪৩ টাকা।

যদি আপনার সন্তানের ২০ তম জন্মদিন থেকে মাসিক ১২ হাজার টাকা করে এসআইপিতে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে আপনি জমিয়ে ফেলবেন ২৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ক্যাপিটাল গেন হবে ৮১ লাখ ৫৮ হাজার ২৮৮ টাকা। মোট করপাস হবে ১ কোটি ১০ লাখ ৩৮ হাজার ২৮৮ টাকা।

যদি নিজের সন্তানের ১৮ তম জন্মদিনে বছরে ১ লাখ টাকা করে এসআইপিতে বিনিয়োগ করেন তাহলে ১২ শতাংশ হিসেবে বছরে মোট বিনিয়োগ হবে ১৮ লাখ টাকা। ক্যাপিটাল গেন হবে ৪৪ লাখ ৪৩ হাজার ৯৬৮ টাকা। ক্যাপিটাল গেন হবে ৬২ লাখ ৪৩ হাজার ৯৬৮ টাকা।

যদি নিজের সন্তানের ২০ তম জন্মদিনে বছরে ১ লাখ টাকা করে রাখতে পারেন তাহলে মোট বিনিয়োগ হবে ২০ লাখ। ক্যাপিটাল গেন হবে ৬০ লাখ ৬৯ হাজার ৮৭৩ টাকা। মোট করপাস হবে ৮০ লাখ ৬৯ হাজার ৮৭৩ টাকা।

যদি ২ লাখ টাকা সন্তানের ১৮ তম জন্মদিনে এসআইপিতে একবারই বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ক্যাপিটাল গেন হবে ১৩ লাখ ৩৭ হাজার ৯৯৩ টাকা। মোট করপাস হবে ১৫ লাখ ৩৭ হাজার ৯৯৩ টাকা।

যদি ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা একবারই বিনিয়োগ করেন তাহলে ক্যাপিটাল গেন হবে ২ কোটি ৮ লাখ ৩০ হাজার ১৬৪ টাকা। মোট করপাস হবে ২ কোটি ১০ লাখ ১০ হাজার ১৬৪ টাকা।

তবে যেখানেই বিনিয়োগ করবেন সেটা নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে করবেন। যদি লোকসান হয় তাহলে আজকাল ডিজিটাল তার দায় নেবে না।

## ইন্ডিগোর উপর আয়করের 'খাঁড়া', জরিমানা পড়ল কয়েকশো কোটি, বিপাকে পড়বেন যাত্রীরা?

ইন্টারগ্লোব অ্যাভিয়েশন যা বিমান পরিষেবা সংস্থার ইন্ডিগোর পেরেন্ট কোম্পানি, সেই সংস্থাকে ৯৪৪ কোটি টাকা জরিমানা করল দেশের আয়কর দফতর। অবশ্য, এই জরিমানাকে সম্পূর্ণ ভাবে 'ভুল ও অযৌক্তিক' বলে আখ্যান দিয়েছে সেই সংস্থার কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, তারা জানিয়েছে, যে এই জরিমানার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি লড়াইয়ে নামবে তারা।

এই জরিমানা প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইন্ডিগো এয়ারলাইনসের পেরেন্ট কোম্পানি। তারা জানিয়েছে, '২০২১-২২ অর্থবর্ষের একটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেশের আয়কর দফতর আমাদের উপর ৯৪৪ কোটি টাকা জরিমানা করেছে। কিন্তু এই নির্দেশটি সম্পূর্ণ ভাবে কিছু ভুল তথ্যের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছে।'

তারা আরও জানিয়েছে, 'আয়কর দফতরের এই জরিমানার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে যাওয়া হবে। বিচারপ্রক্রিয়ার উপর আমাদের পুরো আস্থা রয়েছে।' তবে এই জরিমানার জেরে ব্যাঘাত ঘটবে কি ইন্ডিগোর পরিষেবায়? সংস্থার দাবি, এই ঘটনায় কোনও প্রভাবই পড়বে না যাত্রীদের উপর। সমস্ত

পরিষেবা অব্যাহতই থাকবে।

জানা যায়, এই জরিমানার পর শুক্রবার খানিকটা নড়ে যায় ইন্ডিগোর শেয়ার। বরাবরের তুলনায় ০.৩২ শতাংশ পড়ে এই শেয়ারের দর। বর্তমানে এই শেয়ার দাম চলছে ৫ হাজার ১১৩ টাকায়। গত এক বছর ধরে বিনিয়োগকারীদের প্রায় ১১.৩৬ শতাংশ লাভ তুলে দিয়েছে এই সংস্থার শেয়ার।

## ৬ দিনে ঢুকেছে ৩১ হাজার কোটি টাকা, আশার আলো দেখছে ভারতের শেয়ার বাজার!

সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে ভারতের বাজারের ক্রমাগত পতনের পর মার্চ মাসে কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল দালাল স্ট্রিট। তথ্য বলছে, সেপ্টেম্বর থেকে টানা ভারতের বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়েছিল বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ও বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা। এমনকি শুধু মার্চেই ৩ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা ভারতের বাজার থেকে তুলেছে বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা।

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়, ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারিতে যথাক্রমে ৩৪ হাজার ৫৭৪ কোটি ও ৭৮ হাজার ২৭ কোটি টাকা ভারতের বাজার থেকে তুলে নিয়েছিল বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা। কিন্তু এর বিপরীতে মার্চে ৩ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা তুলে নেওয়া হলেও মার্চের শেষ ৬টি ট্রেডিং সেশনে (২১ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ) ভারতের বাজারে ঢুকেছে প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা।

বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীদের ভারতের বাজার থেকে ইক্যুইটি কিনে নেওয়ার ফলে ভারতের ২ বেঞ্চমার্ক সূচক নিফটি ৫০ ও সেনসেক্স ঘুরেও দাঁড়িয়েছে। আর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতের বাজারের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ার একটা বড় কারণ হল, ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে একেবারে সর্বকালের সেরা উচ্চতায় উঠেছিল ভারতের বাজার। আর তারপরই প্রায় ১৬ শতাংশ কারেকশন হয় ভারতের বাজারের। এ ছাড়াও ডলারের তুলনায় সম্প্রতি দাম বেড়েছে ভারতীয় টাকার। কমে গিয়েছে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি, বেড়েছে দেশের জিডিপি।

## ব্যাঙ্কে কোনও নমিনি না থাকলে গ্রাহকের মৃত্যুর পর কে পায় টাকা?

প্রত্যেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য একজন নমিনি থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখনই আপনি কোনও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে যান, তখন ব্যাঙ্কের অফিসাররা একজন নমিনি বেছে নিতে বলেন। সেই নমিনির নাম, গ্রাহকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, বয়স এবং ঠিকানাও জমা দিতে হয় ব্যাঙ্কে।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, যদি কোনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নমিনি যোগ না করা হয় এবং গ্রাহকের মৃত্যু হয়, তাহলে সেই অ্যাকাউন্টে জমা টাকা উত্তরাধিকারী কে হবে?

এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হতে পারে গ্রাহকের স্ত্রী বা স্বামী, সন্তান এবং বাবা-মা। তাঁরাই হন আইনি উত্তরাধিকারী। যদি মৃত গ্রাহক অবিবাহিত হন, তাহলে তাঁর বাবা-মা এবং ভাইবোনরা আইনি উত্তরাধিকারী হবে। যদি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনও নমিনি না থাকে, তাহলে আইনি উত্তরাধিকারী নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারবেন।

গ্রাহকের মৃত্যুর পর, তার ডেথ সার্টিফিকেটের একটি কপি ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্ক নিশ্চিত করবে যে টাকা কার হাতে যাবে। প্রয়োজনে আদালতের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সার্টিফিকেট চাওয়া যেতে পারে।

## মেধার বিকাশ এবং প্রসারের সঠিক পদক্ষেপ

**ডাঃ শামসুল হক**

একজন শিশুর নিজস্ব মেধার জন্ম এবং সেইসঙ্গে তার প্রসারের ব্যাপারে চিকিৎসক থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ মহল, এই মুহূর্তে ভাবিত সকলেই। আর অনেক অনুসন্ধানের পর সেই বিষয় নিয়ে তাঁরা ব্যক্ত করেছেন তাঁদের মূল্যবান অনেক মতামত ও । এই ব্যাপারে তাঁরা সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিয়েছেন তার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসের প্রতি। তাঁরা জানিয়েছেন , একজন শিশুকে সঠিক সময়ে খেতে দিতে হবে তারই খাওয়ার উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী। আর এই বিষয়ে যদি তার অবিভাবকের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে খুবই ভালো । নইলে অতি অবশ্যই নিতে হবে কোন পুষ্টিবিদ অথবা চিকিৎসকের মতামত। মোটকথা তার উপযোগী প্রতিটি খাবারের গুণগত মান এবং সঠিক পরিমাণ যদি একেবারে ঠিক থাকে তাহলে সেই শিশুর শরীর থাকবে সতেজ এবং তরতাজাও। তার মন ও হবে ভীষণ চনমনে । আর সেটা যদি সত্যি সত্যিই সম্ভব হয় তাহলে বাড়তে বাধ্য তার জানার আগ্রহ এবং মন বসবে পড়াশোনার কাজেও।

তবে পড়াশোনা করতে হবে পড়ার সময়ই । তারপর ছোট হলেও তার জন্য থেকে যায় নিত্যদিনের আরও অনেক কাজকর্মও । খেলাধুলা, আঁকার নেশা থাকলে রঙতুলির বাক্স নিয়ে বসে পড়া ইত্যাদি। আবার

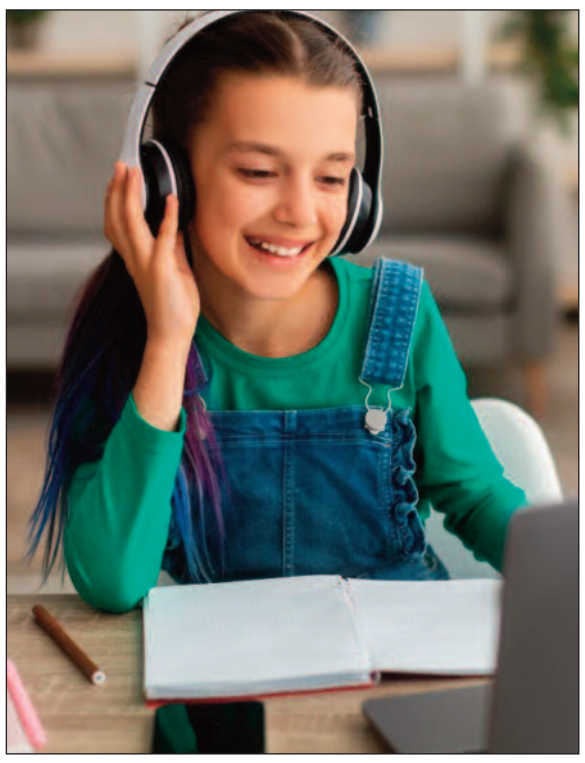

যদি কারও থাকে সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ, তাহলে হারমোনিয়াম সামনেও তাকে বসতে হবে কিছুক্ষণ। পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষামূলক নির্দিষ্ট কিছু ব ইপত্তরের প্রতিও তারা আগ্রহ দেখায় নজর রাখতে হবে সেইদিকেও।

একজন শিশুর বাবা , মা সহ পরিবারের অন্যান্য গুরুজন বা নিকট আত্মীয়দের একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটা শিশুর মনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অজানা এবং অচেনা অনেক প্রশ্নও। এখন সকলকেই ভাবতে হবে কোন পরিবেশে অথবা কেমন পরিস্থিতির মধ্যে রাখলে ছোট্ট সেই শিশুটা তার মনের যাবতীয় জিজ্ঞাসাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার সুযোগটুকু অন্তত পাবে।

একজন শিশুকে সুস্থ মানসিকতার অধিকারী হিসেবে প্রস্তুত করার জন্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন নির্মল একটা পরিবেশের । আর সেটা যদি সত্যি সত্যিই সম্ভব হয় তাহলে অতি অবশ্যই বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে তার নিজস্ব মেধা এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও । বলাই বাহুল্য, ঘটনা ঠিক তেমনটাই ঘটলে সেই শিশুর মনের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কোন চাপ ও যে পড়বে না সেটা স্বীকার করেছেন বিশেষজ্ঞরাও।

একজন শিশু তার বালক বেলায় যে চৌহদ্দির মধ্যে প্রতিপালিত হয় সেটা হল তার সেই সময়ের একমাত্র অবলম্বনও । তার অবোধ মনের দরজায় সেইসময় হাজির হয় যে সমস্ত বোধ ও বুদ্ধির দীপ্তি সেটাই হল তাদের নিজস্ব সম্পদ এবং তার উপর ভিত্তি করেই তার মনের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই সঞ্চিত হতে থাকে তাদের মেধার স্ফুরণও। অবশ্য সেই কাজের জন্য প্রত্যেক শিশুকেও শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকে পুরোপুরিভাবে সুস্থও থাকতে হবে। সাবলীল মানসিকতার প্রয়োজন সকল অবিভাবকেরও । আর এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও একমত হয়েছেন যে, একটা শিশুর বাবা মা , বিশেষ করে তার মায়ের নিবিড় সান্নিধ্য গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাঁর সন্তানের উপর।

অত এব সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোনভাবেই চলবে চলবে না অন্যের শরণাপন্ন হওয়া। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা অতি অবশ্যই প্রয়োজন যে, নিজের সন্তানের যাবতীয় দায়দায়িত্ব যদি নিজের হাতে তুলে নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে অন্য যে কেউই তাকে তাঁর মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও করতে পারেন । সুতরাং কোন ঝুঁকি নয় , আপনার উত্তর পুরুষকে আপনার মনের মত করে গড়ে তুলতে চাইলে তার সব দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতেই হবে।

অত এব সাবধান, নিজ সন্তানের প্রতিপালনের দায়িত্ব এড়িয়ে কখন ই অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হ ওয়া চলবে না। তাতে একদিন না একদিন তার অবোধ মনের কোণে নানান জিজ্ঞাসা বাসা বাঁধবেই বাঁধবে। আর সেইভাবে চলতে চলতেই একসময় চিড় ধরতে বাধ্য তার মানসিকতাতেও। তখন কমে যেতে পারে তার আত্মবিশ্বাস এবং সেইসময় নিজেকে সে ভাবতে পারে ভীষণ অসহায় ও । আর তখন সে নিজেকে হয় আটকে রাখবে নিজের সীমাবদ্ধতার ই মধ্যে, নয়তো অতিরিক্ত স্বাধীনতা পেতে পেতে একসময় তার পক্ষে বেপরোয়া মানসিকতার নতুন একটা সংস্কার ণ হয়ে ওঠাও যে অসম্ভব নয়, বিশেষজ্ঞ মহল স্বীকার করেন সেটাও । সুতরাং সচেতন হতে হবে একেবারে শুরুর সময় থেকেই। কারণ সেই সময়টাই তো আপনার সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। তাই একটা শিশুর জীবনে জীবন যোগের অভিযোজনাকে সার্থক ও সম্পন্ন করার জন্য সাদা সতর্ক থাকতে হবে আপনাকেই।